বেদমন্ত্রাদি-প্রতিপাদিত

জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্যবস্থা

১৩৫৭ সনের ১৪ই মাঘ তারিখে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভাব বার্ষিক
অধিবেশনে সভার সহকাবী সভাপতি মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বাগছি তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
মহাশয়ের অভিভাষণ

প্রাপ্তিস্থান :—
৪এ, ডি এল রায় ষ্ট্রীট
পোঃ—বিডন ষ্ট্রীট্
কলিকাতা—৬

মূল্য ।।০ আট আনা।

প্রকাশক :—

শ্রীশরচ্চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

১০নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :—

শ্রীব্রজদুলাল সেন

নব মুদ্রণ লিঃ,

১১০এ, আপার সারকুলার রোড,

কলিকাতা—৪

ওঁ নমো গণেশায় ॥

জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণব্যবস্থা

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥
(মহাঃ শান্তিঃ ৪৭অ ভীষ্মস্তবরাজ ৯৪ শ্লোঃ)

ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ।
পাদৌ যস্যাশ্রিতাঃ শূদ্রাস্তস্মৈ বর্ণাত্মনে নমঃ ॥
মহাঃ ভীষ্মস্তবরাজ শান্তিপর্ব্ব ৪৭অঃ ৬৭ শ্লোঃ)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণের ব্যবহার শাস্ত্রে ও লোকে সুপ্রসিদ্ধ আছে। কে কোন বর্ণ ইহার যথার্থ নিশ্চয় না হইলে শাস্ত্রীয়-ব্যবহারে তাহার কোন অধিকার হইতে পারে না। ব্রাহ্মণাদি-চতুর্ব্বর্ণের অনুষ্ঠেয় যে সকল কর্ম্ম বেদাদিশাস্ত্রে ব্যবস্থিত রহিয়াছে, সেই সমস্ত কর্ম্মে সেই পুরুষই অধিকারী হইয়া থাকে—যাহার বর্ণ নিশ্চয় আছে।

আমি ব্রাহ্মণ বা আমি ক্ষত্রিয় এইরূপ যথার্থ নিশ্চয়বান্ পুরুষই ব্রাহ্মণোদ্দেশে বিহিত কর্ম্মে বা ক্ষত্রিয়োদ্দেশে বিহিত কর্ম্মে অধিকারী হইয়া থাকে। এইরূপ বৈশ্য কর্ম্ম ও শূদ্র কর্ম্ম সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

আমি ব্রাহ্মণ বা আমি ক্ষত্রিয়, এইরূপ আমি বৈশ্য বা আমি শূদ্র এইরূপ যথার্থনিশ্চয়ের কারণ জন্ম। জন্মদ্বারাই সেই সেই বর্ণের যথার্থ নিশ্চয় হইয়া থাকে। এ জন্য ভট্টপাদ কুমারিল জাতির ব্যঞ্জক-নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"সংস্থানেন ঘটত্বাদি, ব্রাহ্মণত্বাদি জন্মতঃ" (শ্লোকবার্ত্তিক) ঘটত্বাদি জাতি যেমন সংস্থান ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে

এইরূপ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি জাতি, জন্মদ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি জন্মাভিব্যঙ্গ্য। ব্রাহ্মণমাতাপিতা হইতে উৎপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন ব্যক্তিই ক্ষত্রিয। এইরূপ বৈশ্য ও শূদ্র সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ভট্টপাদ যাহা বলিযাছেন ইহাই জন্মদ্বারা বর্ণব্যবস্থা নামে অভিহিত হয়। এই ব্যবস্থাই বর্ণনির্ণয়ের একমাত্র ব্যবস্থা। এবং ইহাই বেদাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রসম্মত, এবং আজপর্য্যন্ত এই ব্যবস্থাই লোক-সমাজে পরিগৃহীত, ইহা ব্যতীত যে অন্যরূপ বর্ণ ব্যবস্থা হইতে পারে না তাহাই আমরা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিব।

জন্মদ্বারা বর্ণ ব্যবস্থাতে শ্রুতিপ্রমাণ

ঋক্‌সংহিতার ১০।৭।৯০।১২ মণ্ডলে অথবা ৮।৪।১৯।১২ অষ্টকে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। যথা—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥”

ইহার সাযণভাষ্য যথা—ইদানীং পূর্ব্বোক্তপ্রশ্নানামুত্তরাণি দর্শয়তি, অস্য প্রজাপতের্ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টঃ পুরুষো মুখমাসীৎ, মুখাৎ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। যোঽয়ং রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্টঃ স বাহূ কৃতঃ বাহুত্বেন নিষ্পাদিতঃ, বাহুভ্যামুৎপাদিত ইত্যর্থঃ। তৎ তদানীং, অস্য-প্রজাপতে, যদ্ যৌ ঊরূ তদ্রূপো বৈশ্যঃ সম্পন্নঃ ঊরুভ্যামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তথা অস্য পদ্ভ্যাং পাদাভ্যাং, শূদ্রঃ শূদ্রত্বজাতিমান্ পুরুষোঽজায়ত। ইয়ন্তু মুখাদিভ্যো ব্রাহ্মণাদীনামুৎপত্তিঃ যজুঃসংহিতায়াং সপ্তমকাণ্ডে—“স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত”। (তৈঃ, সং, ৭।১।১) ইত্যাদৌ বিস্পষ্টমাম্নাতা। অতঃ প্রশ্নোত্তরে, উভে অপি তৎ-পরত্বেনৈব যোজনীয়ে ॥১২॥

ভাষ্যার্থঃ—এখন পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্তমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মবাদিগণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন—প্রজাপতির প্রাণ (ইন্দ্রিয়) রূপ দেবতাগণ যে সময়ে বিরাট্‌রূপ-পুরুষকে সঙ্কল্পদ্বারা উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত দেবতাগণ বিরাট্‌রূপ পুরুষকে কতপ্রকারে কল্পনা করিয়াছিলেন? দেবতাগণের সঙ্কল্পদ্বারা উৎপাদিত বিরাট্‌পুরুষের মুখ কি ছিল? বাহুযুগল কি ছিল? ঊরুযুগল কি ছিল? এবং চরণযুগল কি ছিল? ব্রহ্মবাদিগণ সামান্যরূপে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে—"কতিধা ব্যকল্পয়ন্" বিশেষরূপে চারিটি প্রশ্ন করিয়া ছিলেন—যে—"মুখং কি-মস্য" ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদর্শনের জন্য—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই মন্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নগুলিরই উত্তর প্রদর্শন করিতেছেন।

মন্ত্রার্থঃ—অস্য এই প্রজাপতির, ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণত্ব জাতিবিশিষ্ট পুরুষ, "মুখমাসীৎ"—মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই যে-"রাজন্যঃ" ক্ষত্রিয়ত্বজাতিবিশিষ্টপুরুষ, সেই ক্ষত্রিয় পুরুষ—"বাহূ কৃতঃ"—বাহুরূপে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ বাহুযুগল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। "তৎ"—তদানীং, সেই সময়ে এই প্রজাপতির,—"যৎ"—যৌ, যে দুইটি "ঊরূ"—ঊরুযুগল, "বৈশ্যঃ"—বৈশ্যরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ ঊরুদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। সেইরূপ এই প্রজাপতির—"পদ্ভ্যাং"—চরণযুগল হইতে "শূদ্রঃ"—শূদ্রত্বজাতিবিশিষ্টপুরুষ "অজায়ত"—উৎপন্ন হইয়াছিল।

এইমন্ত্রে যে প্রজাপতির মুখাদি স্থান হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি বলা হইয়াছে তাহা যজুঃসংহিতাতে অর্থাৎ কৃষ্ণযজুর তৈত্তিরীয়-সংহিতাতে সপ্তমকাণ্ডে—৭।১।১ সূক্তে "স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত" ইত্যাদিস্থলে অতি বিস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। এই জন্য বিস্পষ্টভাবে

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তিপ্রতিপাদক যজুঃসংহিতানুসারেই এই ঋক্ সংহিতাতেও প্রদর্শিত প্রশ্ন ও উত্তর যোজনা করিতে হইবে।

ভাস্যকার যে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতানুসারে পূর্ব্বপ্রদর্শিত ঋক্ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে হইবে বলিয়াছেন, তাহা আমরা ইতঃপর ভাষ্যের সহিত তৈত্তিরীয়সংহিতার বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিব।

আমরা "ঋক্‌সংহিতার" "পুরুষ-সূক্ত" হইতে যে মন্ত্রটি প্রদর্শন করিলাম, এই মন্ত্রটি শুক্লযজুঃ সংহিতাতেও আম্নাত হইয়াছে। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের "মাধ্যন্দিন সংহিতাতে" ও "কাণ্বসংহিতাতে" ৩১শতম অধ্যায়ে "পুরুষসূক্ত" আম্নাত হইয়াছে। এই সূক্তের মন্ত্র সংখ্যা ১৬টি। এই পুরুষসূক্তের একাদশ মন্ত্রে পূর্ব্বপ্রদর্শিত "ঋক্ সংহিতার" মন্ত্রটি বলা হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতায় ও শুক্লযজুঃসংহিতায় এই মন্ত্রটির কোন পাঠভেদ নাই। সুতরাং ইহার অর্থ পূর্ব্বোক্ত সায়ণভাষ্যানুসারেই বুঝিতে হইবে। যজুঃসংহিতার এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা আমরা উবট-ভাষ্য ও মহীধর ভাষ্য হইতেও প্রদর্শন করিব।

উবট-ভাষ্যম্

ব্রাহ্মণোঽস্য ইত্যাদি—"ব্রাহ্মণঃ অস্য মুখম্ আসীৎ। বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরূ তৎ অস্য যৎ বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রঃ অজায়ত। অস্য যজ্ঞোৎপন্নস্য পুরুষস্য যে কেচিদ্ ব্রাহ্মণাঃ তে মুখম্ আসীৎ। যে ক্ষত্রিয়াঃ তে বাহুকৃতাঃ। যে বৈশ্যাঃ তে অস্য উরূকৃতাঃ। যে শূদ্রাঃ তে পদ্‌ভ্যাম্ অজায়ন্ত ইতি কল্প্যন্তে তদস্যোৎপন্নত্বাদিতি। এবমেতে অবয়বাঃ শিরঃপ্রভৃতয়ঃ পুরুষস্য বিদ্যন্তে নান্যে ইতি ॥১১॥

মহীধর ভাষ্যম্

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নোত্তরাণ্যাহ—ব্রাহ্মণঃ ব্রাহ্মণত্বজাতিবিশিষ্টঃ পুরুষো-

হস্য প্রজাপতের্মুখমাসীৎ মুখাদুৎপন্ন ইত্যর্থঃ। বাহূক্ষঃ ক্ষত্রিয়ত্বজাতি-বিশিষ্টো বাহুকৃতঃ বাহুদ্বয়েন নিষ্পাদিতঃ। তৎ—তদানীমস্য প্রজাপতেঃ যৎ—যৌ উরূ তদ্রূপো বৈশ্যঃ সম্পন্নঃ। উরুভ্যামুৎপাদিত ইত্যর্থঃ। তথাস্য পদ্‌ভ্যাং শূদ্রত্বজাতিমান্ পুরুষোঽজায়ত উৎপন্নঃ।

এই মন্ত্রের উবট ভাষ্য ও মহীধর ভাষ্য প্রদর্শিত হইল। এই উভয় ভাষ্যেরই তাৎপর্য্যার্থ সায়ণ ভাষ্যের অর্থ হইতে পৃথক্ নহে। এজন্য এই ভাষ্যদুইটির অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

অথর্ব্বসংহিতার ১৯ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ষষ্ঠসূক্তে পুরুষসূক্ত আম্নাত হইয়াছে। অথর্ব্বসংহিতায় যে পুরুষসূক্তটি আছে তাহাতে "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" এই মন্ত্রটি সূক্তের ষষ্ঠমন্ত্র এবং তাহার কিঞ্চিৎ পাঠ-বৈলক্ষণ্যও আছে। যথা—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যো ভবৎ। মধ্যং তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥ অথর্ব্ব-সংহিতা ১৯।১।৬।

তৈত্তিরীয় সংহিতাতে প্রজাপতির মধ্যভাগ হইতেই বৈশ্যজাতির উৎপত্তি হইয়াছে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উদরের সহিত উরুযুগল হইতে বৈশ্য জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। এই অথর্ব্বমন্ত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। এবং উদ্ধৃত ভীষ্মস্তবরাজেও তাহাই বলা হইয়াছে। (এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় মঙ্গল-শ্লোক)।

তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের দ্বিতীয় কাণ্ডে অষ্টমপ্রপাঠকের অষ্টম অনুবাকে পশুযাগের অন্তর্গত পুরোডাশের পুরোনুবাক্যারূপে একটি ঋক্‌মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে যথা—'ব্রহ্ম দেবানজনয়দ ব্রহ্ম বিশ্বমিদং জগৎ। ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রং নির্ম্মিতং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ আত্মনা" ইতি। সায়ণ-ভাষ্য—যজু জগৎ-কারণং ব্রহ্ম তদেব দেবান্ ইন্দ্রাদীনজনয়ৎ। তদৈব তদ্ ব্রহ্ম অন্য-দপি বিশ্বং সর্ব্বমিদং জগদজনয়ৎ। ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ ক্ষত্রং নির্ম্মিতং ক্ষত্রিয়জাতিঃ নির্ম্মিতা। যৎ পরং ব্রহ্ম তদাত্মনা স্বস্বরূপেণৈব ব্রাহ্মণো

ইভবৎ। অস্তি হি ব্রাহ্মণশরীরে পরব্রহ্মণ আবির্ভাববিশেষঃ, অতএব অধ্যাপনাদাবধিক্রিয়তে।

ভাষ্যানুবাদ—যে ব্রহ্ম জগতের কারণ তিনিই ইন্দ্রাদিদেবগণকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্ম ইন্দ্রাদি দেবগণের মত এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎকেই উৎপন্ন করিয়াছিলেন। এই বিশ্ব জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই ব্রহ্ম হইতেই ক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। যিনি পরব্রহ্ম তিনিই স্বস্বরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যেহেতু ব্রাহ্মণ-শরীরে পরব্রহ্মের আবির্ভাব-বিশেষ আছে, এজন্য ব্রাহ্মণ অধ্যাপনাদি কর্ম্মে অধিকৃত হইয়া থাকেন।

আমরা পূর্ব্বে তৈত্তিরীয় সংহিতার কথা বলিয়াছিলাম তাহা এস্থলে প্রদর্শন করিতেছি—"প্রজাপতিরকাময়ত প্রজায়েয়েতি স মুখতস্ত্রিবৃতং নিরমিমীত। তমগ্নির্দেবতাঽন্বসৃজ্যত গায়ত্রী ছন্দো রথন্তরং সাম ব্রাহ্মণো মনুষ্যাণামজঃ পশূনাম্, তস্মাৎ তে মুখ্যাঃ মুখতো হ্যসৃজ্যন্ত ইতি।

উরসো বাহুভ্যাং পঞ্চদশং নিরমিমীত তমিন্দ্রোদেবতাঽন্বসৃজ্যত ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বৃহৎসাম্ রাজন্যোমনুষ্যাণামবিঃ পশূনাং তস্মাৎ তে বীর্য্য-বন্তো বীর্য্যাদ্ধি অসৃজ্যন্ত।

মধ্যতঃ সপ্তদশং নিরমিমীত, তং বিশ্বেদেবতাঽন্বসৃজ্যন্ত, জগতী-ছন্দো বৈরূপং সাম, বৈশ্যো মনুষ্যাণাং গাবঃ পশূনাং তস্মাৎ ত আদ্যাঃ, অন্নধানাদ্ধ্যসৃজ্যন্ত তস্মাদ্ ভূয়াংসোঽন্যেভ্যো ভূয়িষ্ঠা হি দেবতাঽন্বসৃজ্যন্ত ইতি।

পত্ত একবিংশং নিরমিমীত তমনুষ্টুপ্ ছন্দোঽন্বসৃজ্যত, বৈরাজং-সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বঃ পশূনাং তস্মাৎ তৌ ভূতসংক্রামিণৌ অশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ; তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞে অনবকৢপ্তঃ, নহি দেবতাঽন্বসৃজ্যত, তস্মাৎ

পাদাবুপজীবতঃ পত্তো হ্যসৃজ্যেতামিতি। তৈত্তিরীয়-সংহিতা—৭ম কাণ্ড ১ প্রপাঠক, ১ অনুবাক।

সায়ণভাষ্য—অগ্নিষ্টোমেন প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত ইতি তস্য প্রজাপতেঃ প্রজোৎপাদনসাধনত্বং যৎপূর্ব্বমুক্তং তদিদানীং মুখাদিস্থান-চতুষ্টয়েন প্রপঞ্চয়িতুং মুখযোন্যাং সৃষ্টিং দর্শয়তি। প্রজাপতিরকাময়ত—মুখতো হ্যসৃজ্যন্ত ইতি। সিসৃক্ষুঃ প্রজাপতিঃ তৎসাধনত্বেন অগ্নিষ্টোম-মনুষ্ঠায় তৎসামর্থ্যেন সত্যসঙ্কল্পঃ সন্ স্বকীয়ান্মুখাৎ ত্রিবৃদাদয় উৎপদ্যন্তা-মিতি সঙ্কল্প্য তথৈব নির্ম্মিতঃ সন্ আদৌ ত্রিবৃৎ স্তোমঃ সৃষ্টঃ তমনু দেবতানাং মধ্যে অগ্নিঃ, তমনু ছন্দসাং মধ্যে গায়ত্রী সৃষ্টা, তামপ্যনু সাম্নাং মধ্যে রথন্তরং সৃষ্টং, তদপ্যনু মনুষ্যাণাং মধ্যে ব্রাহ্মণঃ সৃষ্টঃ, তমপ্যনু পশূনাং মধ্যে অজঃ সৃষ্টঃ, যস্মাদেতে মুখতঃ সৃষ্টাঃ তস্মান্মুখ্যাঃ বক্ষ্যমাণেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ।

অথ দ্বিতীয়স্থানাদুৎপত্তিং দর্শয়তি উরসো বাহুভ্যাং—বীর্য্যাদ্ধি অসৃজ্যন্ত ইতি পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যেযম্। বীর্য্যযুক্তাদ্ বাহুদেশাদুৎপন্নত্বাৎ তেসামপি সামর্থ্যাধিক্যম্।

অথ তৃতীয়স্থানাদুৎপত্তিং দর্শয়তি—মধ্যতঃ সপ্তদশ—দেবতা অন্ব-সৃজ্যন্ত ইতি। মধ্যতঃ উদর-প্রদেশাৎ, যস্মাদন্নাধারাদুদরাৎ অসৃজ্যন্ত তস্মাদাম্না ভোগ্যা, বৈশ্যা বাণিজ্যেন ধনসম্পাদকত্বাদ্ ভোগ্যাঃ, গাবশ্চ ক্ষীরাদিসম্পাদনেন ভোগ্যা যস্মাদতি বহুন্ বিশ্বান্ দেবান্ অনু এতে বৈশ্যাঃ সৃষ্টাঃ তস্মাদ্ বাণিজ্য-কর্ত্তারো লোকে ভূয়াংসঃ।

অথ চতুর্থস্থানাদুৎপত্তিং দর্শয়তি "পত্ত একবিংশং"—পত্তো হ্য-সৃজ্যেতামিতি। 'পত্ত':—পাদতঃ ভূতানাং পূর্ব্বোৎপন্নানাং ব্রাহ্মণাদীনাং সংক্রামঃ সম্যগাক্রমণং তদধীনত্বেনাবস্থানমিত্যর্থঃ। সোঽয়ং ভূত-সংক্রামো যয়োরশ্বশূদ্রয়োস্তাবুভৌ ভূতসংক্রামিণৌ, শূদ্রাণাং বর্ণত্রয়-পরিচর্য্যা মুখ্যত্বেন তদধীনত্বং, অশ্বানাঞ্চ বহনেন তদধীনত্বং, অত্র

পূর্ব্বস্থানেভ্য ইব পাদতো ন কাচিদ্দেবতা সৃষ্টা, তস্মাদ দেবতামনু-সৃজ্যত্বাভাবাৎ শূদ্রো যজ্ঞে প্রবর্ত্তিতুং ন যোগ্যঃ। যস্মাদশ্বশূদ্রৌ পাদত উৎপন্নৌ তস্মাৎ পাদাবেব তয়োর্জীবনসাধনম্।

ভাষ্যভাবার্থ—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞদ্বারা প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অগ্নিষ্টোমই প্রজাপতির প্রজা-উৎপাদনের সাধন। প্রজাপতি স্বীয় মুখাদি স্থানচতুষ্টয় হইতে প্রজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহা বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রুতি প্রজাপতির মুখ হইতে সৃষ্টি দেখাইতেছেন। প্রজাসৃষ্টিতে অভিলাষী প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির সাধনরূপে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অনুষ্ঠিত যজ্ঞের সামর্থ্যবশতঃ সত্যসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় মুখ হইতে "ত্রিবৃদাদি উৎপন্ন হউক" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সত্যসঙ্কল্প প্রজাপতির সঙ্কল্পানুসারে প্রথমতঃ তাঁহার মুখ হইতে ত্রিবৃৎ স্তোম সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরে দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নি সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পরে ছন্দঃসমূহের মধ্যে গায়ত্রী সৃষ্ট হইয়াছিল। গায়ত্রী সৃষ্টির পরে সামসমূহের মধ্যে রথন্তর সাম সৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর পশুসমূহের মধ্যে অজ সৃষ্ট হইয়াছিল. যেহেতু ত্রিবৃদাদি অজপর্য্যন্ত প্রজাপতির মুখ হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল এইজন্য ইহারা বক্ষ্যমাণ সৃষ্ট বস্তুগুলি হইতে শ্রেষ্ঠ।

প্রজাপতির প্রথম স্থান মুখ হইতে সৃষ্টি বলা হইল, সম্প্রতি শ্রুতি প্রজাপতির দ্বিতীয় স্থান বাহু হইতে সৃষ্টি বলিতেছেন —প্রজাপতির বক্ষোদেশ ও বাহুযুগল হইতে পঞ্চদশ স্তোম সৃষ্ট হইয়াছিল. তাহার পর দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র দেবতা সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পর ছন্দঃ-সমূহের মধ্যে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর সামসমূহের মধ্যে বৃহৎ সাম সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর মনুষ্যসমূহের মধ্যে ক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর পশুসমূহের মধ্যে অবি (মেষ) সৃষ্ট হইয়াছিল।

এজন্য প্রজাপতির দ্বিতীয় স্থান হইতে উৎপন্ন সমস্ত বস্তুগুলিই বীর্য্যবৎ। প্রজাপতির বীর্য্যযুক্ত বাহুদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাদের সকলেরই সামর্থ্যাতিশয় আছে।

অনন্তর শ্রুতি প্রজাপতির তৃতীয় স্থান হইতে উৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন—প্রজাপতির মধ্যভাগ (উদর) প্রদেশ হইতে প্রথমতঃ সপ্তদশ স্তোম উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহার পরে দেবতাদিগের মধ্যে বিশ্বেদেবগণ সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহার পরে ছন্দঃ সমূহের মধ্যে জগতী ছন্দঃ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরে সামসমূহের মধ্যে বৈরূপ সাম সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরে মনুষ্যদিগের মধ্যে বৈশ্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরে পশুসমূহের মধ্যে গোজাতি সৃষ্ট হইয়াছিল, যেহেতু প্রজাপতির অন্নাধার উদরপ্রদেশ হইতে ইহারা সৃষ্ট হইয়াছে এজন্য ইহারা সকলেই ভোগ্য—বৈশ্যগণ বাণিজ্যদ্বারা ধন সম্পাদন করে বলিয়া এবং গোজাতি ক্ষীরাদি সম্পাদন দ্বারা ভোগ্য হইয়া থাকে। অথর্ব্ব-সংহিতাতে বৈশ্যগণ প্রজাপতির মধ্য দেশ হইতে সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা এই শ্রুতির অনুকূল। উদরের সহিত উরুদেশ হইতে বৈশ্যগণের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। "কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ" এই ভীষ্মস্তবরাজের শ্লোকেও ইহাই বলা হইয়াছে। বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনসম্পাদন করেন বলিয়া ইহারা ভোগ্য। এবং গোজাতি ক্ষীরাদি সম্পাদন করে বলিয়া ইহারাও ভোগ্য। যেহেতু অতিবহুসংখ্যক বিশ্বেদেবগণের সৃষ্টির পরে বৈশ্যগণ সৃষ্ট হইয়াছে এইজন্য বাণিজ্যাদি কর্ত্তা বৈশ্যগণ লোকে বহুসংখ্যক হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক বিশ্বদেব দেবতারাই বৈশ্যজাতির অনুগ্রাহক-দেবতা।

অনন্তর শ্রুতি প্রজাপতির চতুর্থ স্থান চরণ হইতে সৃষ্টি প্রতিপাদন করিতেছেন, প্রজাপতির চরণ হইতে একবিংশ স্তোম নির্ম্মিত হইয়াছিল,

তাহার পরে ছন্দঃসমূহের মধ্যে অনুষ্টুপ্ ছন্দ সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরে সামসমূহের মধ্যে বৈরাজ সাম সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর মনুষ্যসমূহের মধ্যে শূদ্র সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পরে পশুসমূহের মধ্যে অশ্ব সৃষ্ট হইয়াছিল, যেহেতু প্রজাপতির চরণ হইতে শূদ্র ও অশ্ব সৃষ্ট হইয়াছিল এজন্য শূদ্র ও অশ্ব এই উভয়ই ভূতসংক্রামী অর্থাৎ পূর্ব্বোৎপন্ন ব্রাহ্মণাদি ভূতবর্গের আয়ত্ত। এই উভয়ের ভূতসংক্রাম আছে বলিয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির অধীনতা আছে বলিয়া শূদ্র ও অশ্ব ভূতসংক্রামী। পূর্ব্বে যে প্রজাপতির তিনটি স্থান হইতে সৃষ্টি বলা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেকটি স্থান হইতেই দেবতার সৃষ্টি বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রজাপতির চতুর্থ স্থান চরণ হইতে কোন দেবতার সৃষ্টি হয় নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ যেমন দেবতাসৃষ্টির পরে সৃষ্ট হইয়াছে এইরূপ শূদ্র কোন দেবতা সৃষ্টির পরে সৃষ্ট হয় নাই, এজন্য শূদ্র যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। শূদ্র ও অশ্ব প্রজাপতির পাদদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহাদের উভয়েরই পাদই জীবন সাধন।

যদিও এস্থলে বলা হইয়াছে যে শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার নাই, কিন্তু ইহার অভিপ্রায় মহাভারতে স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে। মহাভারতে বলা হইয়াছে যে "যতো হি সর্ব্ববর্ণানাং যজ্ঞস্তস্যৈব ভারত"। শান্তি পর্ব্ব ৬০অঃ ৪০ শ্লোক। এই শ্লোকের টীকাতে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে—সর্ব্ববর্ণানাং ত্রৈবর্ণিকানাং যো যজ্ঞঃ স তস্যৈব শূদ্রস্যৈব ভবতি। অর্থাৎ ত্রৈবর্ণিকগণের যে যজ্ঞ তাহা শূদ্রেরই যজ্ঞ, যেহেতু তাহা শূদ্রের কর্ম্মদ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে—যেমন রাজা স্বরক্ষিত-প্রজাগণের পাপ ও পুণ্যের ষষ্ঠাংশের ভাগী হইয়া থাকেন। আর যে, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে কোন দেবতা সৃষ্টির পরে শূদ্র সৃষ্ট হয় নাই, ইহা সত্য বটে, কিন্তু ইহাতে কেহ যেন এরূপ ভ্রম না করেন যে শূদ্রের

সহিত কোন দেবতার সম্বন্ধ নাই। শূদ্র "প্রাজাপত্য" প্রজাপতিই ইহাদের দেবতা, যেমন শ্রুতি ব্রাহ্মণকে আগ্নেয় বলিয়াছেন ক্ষত্রিয়কে ঐন্দ্র বলিয়াছেন, এরূপ শূদ্র "প্রাজাপত্য"। শান্তি পর্ব্বের ৬০ অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোকে বলিয়াছেন যে "প্রাজাপত্য উপদ্রবঃ"। ইহার টীকাতে নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—উপদ্রবঃ শূদ্রঃ। স বেদহীনোঽপি প্রাজাপত্যঃ, প্রজাপতি-দেবতাকঃ। যথা আগ্নেয়ো ব্রাহ্মণঃ, ঐন্দ্রঃ ক্ষত্রিয়স্তদ্বৎ। তথাচ মানসে দেবতোদ্দেশেন ত্যাগাত্মকে যজ্ঞে সর্ব্বে বর্ণা অধিক্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। ইহার অভিপ্রায় এই যে—যে প্রজাপতি সমস্ত বর্ণের স্রষ্টা এবং সেই সেই বর্ণের অনুগ্রাহক দেবতাগণেরও স্রষ্টা, সেই প্রজাপতি নিজেই শূদ্রগণের দেবতা। যেমন প্রজাপতিসৃষ্ট অগ্নি ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রাহক দেবতা, যেমন প্রজাপতিসৃষ্ট ইন্দ্র ক্ষত্রিয়গণের অনুগ্রাহক দেবতা, এইরূপ প্রজাপতি নিজেই শূদ্রগণের অনুগ্রাহক দেবতা। বিহিত মানস কর্ম্ম-মাত্রই প্রজাপতিদেবতাক, এজন্য শূদ্রেরও দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ-রূপ মানস যজ্ঞে অধিকার আছে।

ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি যাহা মন্ত্রসংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে আম্নাত হইয়াছে, সেই চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আম্নাত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে যে—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়োরূপ-মত্যসৃজত ক্ষত্রং যান্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণি ইন্দ্রো বরুণঃ সোমো রুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান ইতি......স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত যান্যেতানি দেবজাতানি গণশ আখ্যায়ন্তে বসবো রুদ্রাঃ আদিত্যা বিশ্বেদেবা মরুত ইতি স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত পূষণমিয়ং বৈ পূষা ইয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ"। শুক্ল যজু-র্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি।

পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যের জন্য এই উদ্ধৃত অংশের শাঙ্কর-ভাষ্যের সারাংশ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে—

শাঙ্করভাষ্যম্—দেবতাদিকর্ম্মকর্ত্তব্যত্বে নিমিত্তং বর্ণা আশ্রমাশ্চ। তত্র কে বর্ণা ইত্যত ইদমারভ্যতে, "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র ইতি" অগ্নিং সৃষ্ট্বা অগ্নিরূপাপন্নং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাত্যভিমানাদ্ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে, ইদং ক্ষত্রাদিজাতং ব্রহ্মৈবাভিন্নমাসীদেকমেব তদ্ব্রহ্ম একং ক্ষত্রাদিপরিপালয়িত্রাদিশূন্যং সন্ন-ব্যভবৎ ন বিভূতবৎ কর্ম্মণে নালমাসীদিত্যর্থঃ ততস্তদ্ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণোঽস্মি মম ইত্থং কর্ত্তব্যমিতি ব্রাহ্মণজাতিনিমিত্তং কর্ম্ম চিকীর্ষুরাত্মনঃ কর্ম্মকর্ত্তৃত্ববিভূত্যৈ শ্রেয়োরূপং প্রশস্তরূপমত্যসৃজত অতিশয়েন অসৃজত। কিং পুনস্তদ্যৎ সৃষ্টং "ক্ষত্রং" ক্ষত্রিয়জাতিঃ। তদ্ব্যক্তিভেদেন প্রদর্শয়তি যান্যেতানি প্রসিদ্ধানি লোকে দেবত্রা দেবেষু ক্ষত্রাণীতি, কানি পুনস্তানি ইত্যাহ, ইন্দ্রো দেবানাং রাজা, বরুণো যাদসাং, সোমো ব্রাহ্মণানাং, রুদ্রঃ পশূনাং, পর্জ্জন্যো বিদ্যুদাদীনাং, যমঃ পিতৃণাং, মৃত্যু রোগাদীনাং, ঈশানো ভাসাম্, ইত্যেবমাদীনি দেবেষু ক্ষত্রাণি। তদনু ইন্দ্রাদিক্ষত্রদেবতাধিষ্ঠিতানি মনুষ্যক্ষত্রাণি সোম-সূর্য্যবংশ্যানি পুরূরবঃপ্রভৃতীনি সৃষ্টানি। ক্ষত্রে সৃষ্টেঽপি স নৈব ব্যভবৎ কর্ম্মণে ব্রহ্ম তথা ন ব্যভবৎ বিত্তোপার্জ্জয়িতুরভাবাৎ। স বিশমসৃজত কর্ম্মসাধনবিত্তোপার্জ্জনায়। কঃ পুনরসৌ বিট্, যান্যেতানি দেবজাতানি যে এতে দেবজাতিভেদা ইত্যর্থঃ। গণশঃ গণং গণম্ আখ্যায়ন্তে কথ্যন্তে, গণপ্রায়া হি বিশঃ। প্রায়েণ সংহতা হি বিত্তোপার্জ্জনে সমর্থাঃ, ন একৈকশঃ। বসবোঽষ্টসংখ্যো গণঃ। তথা একাদশ রুদ্রাঃ, দ্বাদশাদিত্যাঃ, বিশ্বেদেবাস্ত্রয়োদশ, মরুতঃ সপ্ত সপ্ত গণাঃ। স পরিচারকাভাবাৎ পুনরপি নৈব ব্যভবৎ, স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত শূদ্র এব শৌদ্রঃ স্বার্থে অণি বৃদ্ধিঃ। কঃ পুনরসৌ শূদ্রোবর্ণঃ সৃষ্টঃ, পূষণং—পুষ্যতীতি পূষা, কঃ পুনরসৌ পূষেতি বিশেষত-

তন্নির্দ্দিশতি ইয়ং পৃথিবী পূষা, স্বয়মেব নির্ব্বচনমাহ—ইয়ং হীদং সর্ব্বং পুষ্যতি যদিদং কিঞ্চ।

ভাষ্যভাবার্থ:—দেবতাদির প্রীতির জন্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই কর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী নানা বর্ণ ও নানা আশ্রমযুক্ত মনুষ্যই হইয়া থাকে। এইজন্য কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষেই বর্ণ ও আশ্রম বিভাগের আবশ্যকতা আছে। মাত্র ইহলোকের ভোগের জন্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক নহে। এই বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যে বর্ণের সংখ্যা কত এবং এই বর্ণের সৃষ্টিই বা কিরূপে হইল ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে" ইত্যাদি শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছে। বর্ণের অনুগ্রাহক দেবতার সৃষ্টিপূর্ব্বক বর্ণের সৃষ্টি হইয়া থাকে ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এজন্য ব্রাহ্মণবর্ণের অনুগ্রাহক অগ্নিদেবতার অনুগ্রাহ্য ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছে। স্রষ্টা প্রজাপতি অগ্নির সৃষ্টিদ্বারা অগ্নি-রূপাপন্ন হইয়াছেন, অগ্নিরূপাপন্ন স্রষ্টাই ব্রাহ্মণ জাত্যভিমানপ্রযুক্ত অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ এইরূপ অভিমানপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। "ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ আত্মনা" এই মন্ত্র ব্যাখ্যায় আমরা ইহা বলিয়াছি। এই ব্রাহ্মণই এস্থলে শ্রুতিতে ব্রহ্মপদদ্বারা অভিহিত হইয়াছেন। স্রষ্টা প্রজাপতি প্রথমতঃ অগ্নিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া যখন ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও ক্ষত্রিয়াদিবর্ণ উৎপন্ন হয় নাই। ক্ষত্রিয়াদিবর্ণের উৎপত্তি না হওয়ায় ক্ষত্রিয়াদির কার্য্য পরিপালনাদির জন্য ব্রাহ্মণভাবাপন্ন স্রষ্টা, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মে সমর্থ হইতে পারেন নাই। তখন সেই স্রষ্টা প্রজাপতি, ব্রাহ্মণ জাতি নিমিত্ত কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য, প্রশস্তরূপ ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টিও ক্ষত্রিয় জাতির অনুগ্রাহক দেবতার সৃষ্টিপূর্ব্বকই হইয়াছিল। দেবক্ষত্রিয় সৃষ্টিপূর্ব্বক মনুষ্য-ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দ্র, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, যম, মৃত্যু, ঈশান প্রভৃতি দেবক্ষত্রিয়। দেবক্ষত্রিয় সৃষ্টির পরে মনুষ্যক্ষত্রিয় সৃষ্টি

হইয়াছিল। মনুষ্যক্ষত্রিয় সৃষ্ট হইলেও স্রষ্টা প্রজাপতি পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারেন নাই। যেহেতু তখনও ধনের উপার্জ্জয়িতা বৈশ্যবর্ণের সৃষ্টি হয় নাই, এজন্য প্রজাপতি কর্ম্মসাধন ধনের উপার্জ্জনের জন্য বৈশ্যবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এস্থলেও দেববৈশ্য-গণের সৃষ্টিপূর্ব্বক মনুষ্যবৈশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেবতাদের মধ্যে তাঁহারাই বৈশ্য—যাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। যেহেতু বৈশ্যগণ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অবস্থান করেন, সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবস্থান করিয়াই বৈশ্যগণ ধানোপার্জ্জনে সমর্থ হইয়া থাকেন, বৈশ্য একাকী ধনোপার্জ্জনে সমর্থ হন না। বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ প্রভৃতি সঙ্ঘ-চারিদেবগণ দেববৈশ্য। ইঁহারা সর্ব্বদাই গণবদ্ধ। বসুর সংখ্যা—আট। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, বিশ্বেদেব ত্রয়োদশ, মরুৎ উনপঞ্চাশ।

এইরূপে মনুষ্যবৈশ্যের সৃষ্টি হইলেও নানাবিধ শিল্পী প্রভৃতি কর্ম্মকর-পুরুষের অভাববশতঃ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে নাই। এজন্য প্রজাপতি সৃষ্টির পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য শূদ্রবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শূদ্র নানাবিধ কর্ম্মে ব্যবস্থিত থাকিয়া পূর্ব্বোক্ত বর্ণসমূহের কর্ম্মের সহায়ক হইয়া থাকে। এইজন্য শূদ্রকে পূষন্ বলা হইয়াছে। সর্ব্বপরিপোষক পূষণের স্বরূপ পৃথিবী। পৃথিবী যেমন সর্ব্ব-পরিপোষক এইরূপ শূদ্রও সর্ব্ব পরিপোষক বলিয়া পৃথিবীর স্বরূপ। এই জন্যই শূদ্রকে পূষন্ বলা হইয়াছে। আর এই জন্যই মহাভারতে বলা হইয়াছে যে "যজ্ঞো হি সর্ব্ববর্ণানাং যজ্ঞস্তস্যৈব ভারত" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৬০ অধ্যায়। ৪০ শ্লোক। ইহার অর্থ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বেদের মন্ত্র ভাগ ও ব্রাহ্মণ ভাগ হইতে ভগবান্ প্রজাপতিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি বলা হইয়াছে, কিন্তু স্রষ্টা প্রজাপতি যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তিনি যদৃচ্ছাক্রমে কাহাকেও

ব্রাহ্মণরূপে কাহাকেও বা ক্ষত্রিয়রূপে সৃষ্টি করেন নাই। যদৃচ্ছাক্রমে সৃষ্টি করিলে প্রজাপতির বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইত। তিনি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক বিষম সৃষ্টিকারী এবং নির্দ্দয় হইতেন। এই উভয় দোষ পরিহারের জন্য ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে যে "বৈষম্য-নৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষ-ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" ব্রহ্মসূত্র—২।১।৩৪। প্রজাপতি যদি যদৃচ্ছাক্রমে জগতের সৃষ্টি ও সংহার করিতেন তবে তাঁহার যেমন বিষমকারিতা দোষের আপত্তি হইত এইরূপ অতি খল জনেরও অসাধ্য সর্ব্বপ্রাণীর সংহাররূপ প্রলয় করায় এবং কাহাকেও সুখী ও কাহাকেও দুঃখী করায় প্রজাপতির অতি নির্দ্দয়ত্বের আপত্তি হইত। এই দোষদ্বয়ের পরি-হারের নিমিত্ত ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন "সাপেক্ষত্বাৎ"; ইহার অর্থ প্রজাপতি সাপেক্ষ হইয়া প্রাণিগণের সৃষ্টি করেন। কাহাকে অপেক্ষা করিয়া বিষম সৃষ্টি করেন? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে শাঙ্করভাষ্যে বলা হইয়াছে "ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষতে ইতি বদামঃ" অতঃ সৃজ্যমাণ প্রাণি-ধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টির্নায়ং ঈশ্বরস্যাপরাধঃ। দেবমনুষ্যাদি-বৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতান্যেব অসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি।

ভাবার্থঃ—ঈশ্বর জীবগণের ধর্ম্মাধর্ম্ম সাপেক্ষ হইয়া যে সৃষ্টি করেন তাহা শ্রুতিই বলিয়াছেন, আর ইহাই—"তথাহি দর্শয়তি" বলিয়া সূত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" বৃহদারণ্যক—৩।২।১৩।

ছান্দোগ্যোপনিষদের—৫।১০।৭ম খণ্ডে বলা হইয়াছে যে "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণ-যোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বা, অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকর-যোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা"। পাতঞ্জল সূত্রেও বলা হইয়াছে—"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"। পা সূ ২।১৩

মৃত্যুর পরে জীবের পুনর্জন্ম হয় কেন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে স্বভাববাদ, যদৃচ্ছাবাদ, কালকারণবাদ, দৈববাদ নিরাকরণপূর্ব্বক অতিগম্ভীর বিচারদ্বারা পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্মই মৃত্যুর পরে জীবের পুনরুৎপত্তির প্রতি কারণ হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতি পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মই পরবর্ত্তিজীবনে ব্রাহ্মণাদি যোনি-লাভের কারণ বলিয়াছেন। শুভকর্ম্মদ্বারা শুভযোনি ও অশুভ কর্ম্মদ্বারা অশুভযোনি লাভ হইয়া থাকে ইহাই ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন। পাতঞ্জল সূত্রেও কর্ম্মের তিনপ্রকার বিপাক বলা হইয়াছে—জন্ম, আয়ু ও ভোগ। পূর্ব্বজন্মের কৃত কর্ম্মদ্বারাই পরবর্ত্তী জন্ম হয়। অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু লাভ জন্মসম্পাদক কর্ম্ম হইতেই হইয়া থাকে। এবং উত্তম, মধ্যম ও হীন ভোগ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে।

জন্মদ্বারা বর্ণ ব্যবস্থায় স্মৃতিপ্রমাণ—মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে "লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখ-বাহূরুপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ"॥ ইহার অর্থ—সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর ভূলোকাদি প্রজাবৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (৺ভরত শিরোমণিকৃত ব্যাখ্যা) মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৫ শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকে মুখজাত, বাহুজাত, উরুজাত ও চরণজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—যথা—"মুখবাহূরুপজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ"। হারীত-সংহিতার প্রথমাধ্যায়ে—"যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্ ব্রাহ্মণান্ মুখতোঽসৃজৎ। অসৃজৎ ক্ষত্রিয়ান্ বাহ্বোর্বৈশ্যানপ্যূরুদেশতঃ॥ শূদ্রাংশ্চ পাদয়োঃ সৃষ্ট্বা তেষাঞ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ। ১২।১৩ শ্লোক। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বের ৭২ অধ্যায়ে "ব্রহ্মণো মুখতঃ সৃষ্টো ব্রাহ্মণো রাজসত্তম! বাহুভ্যাং

ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ। বর্ণানাং পরিচর্য্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ। বর্ণশ্চতুর্থঃ সম্ভূতঃ পদ্‌ভ্যাং শূদ্রো বিনির্ম্মিতঃ। ৪।৫ শ্লোক। প্রদর্শিত স্মৃতি বাক্যগুলি যে প্রদর্শিত শ্রুতিবাক্যার্থেরই অনুবাদ মাত্র তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে পরবর্ত্তিজন্মে ব্রাহ্মণাদি শরীরলাভ হইয়া থাকে তাহা পূর্ব্বে বিশদভাবে বলা হইয়াছে। যাহারা বেদের মন্ত্র-ভাগে জন্মান্তরের কথা নাই, পরবর্ত্তিকালে উপনিষদ্ ভাগেই জন্মান্ত-রের কথা দেখা যায় এইরূপ বলেন, তাঁহারা পূর্ব্বজীবনের কর্ম্মানুসারে পরবর্ত্তী জীবনে ব্রাহ্মণাদি শরীর লাভ হইয়া থাকে ইহাও স্বীকার করেন না। বস্তুতঃ জন্মান্তর স্বীকার না করিলে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে বর্ণব্যবস্থাও সিদ্ধ হইতে পারে না, এজন্য আমরা বেদের মন্ত্রভাগ হইতে জন্মান্তর সিদ্ধি প্রদর্শন করিব। যাঁহারা বলেন বেদের মন্ত্রভাগে জন্মান্তরের কথা নাই আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি, ঋক্‌সংহিতার সপ্তম অষ্টকের মন্ত্রটির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

বেদের মন্ত্র ভাগে জন্মান্তর বাদ।

"সং গচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সং যমেনেষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্। হিত্বায়া-বদ্যং পুনরস্তমেহি সং গচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চ্চাঃ"। ঋক্‌সং ৭।৬।১৫ বর্গ।

সায়ণভাষ্যম্—হে মদীয়পিতঃ অতস্ত্বং পরমে উৎকৃষ্টে ব্যোমন্ ব্যোম্নি স্বর্গাখ্যে স্থানে স্বভূতৈঃ পিতৃভিঃ সহ সংগচ্ছস্ব, ইষ্টাপূর্ত্তেন শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মফলেন সংগচ্ছস্ব, তত ইষ্টাপূর্ত্তেন সহ আগম্য অবদ্যং পাপং হিত্বায় পরিত্যজ্য অস্তং ব্রিয়মাণাখ্যং গৃহম্ এহি আগচ্ছ। ততঃ সুবর্চ্চা তৃতীয়ার্থে প্রথমা, সুবর্চ্চসা শোভনদীপ্তিযুক্তেন তন্বা স্বশরীরেণ সংগচ্ছস্ব।

ভাষ্য-ভাবার্থ—যে সূক্তের অন্তর্গত এই মন্ত্রটি প্রদর্শিত হইল

সেই সূক্তটাই মহাপিতৃযজ্ঞে বিনিযুক্ত হইয়াছে। প্রদর্শিত মন্ত্রটি পিতৃমেধে বিনিযুক্ত হইয়াছে। মৃত পুরুষের পুত্রগণ, মৃত পিতার স্বর্গ-প্রাপ্তি ও স্বর্গভোগের পরে ইহলোকে আগমন পূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ ভোগ-প্রাপ্তির জন্য এই মন্ত্রদ্বারা প্রার্থনা করিতেছেন—হে আমার মৃত পিতা ! অতঃপর আপনি উৎকৃষ্ট স্বর্গস্থানে গমনপূর্ব্বক আপনার পিতৃগণের সহিত ও যমের সহিত মিলিত হউন। এবং আপনার শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মের উত্তম ফল ভোগ করুন। স্বর্গভোগ্য কর্ম্মের ফল স্বর্গে ভোগ করিয়া আপনার-কৃত পৃথিবীলোকভোগ্য কর্ম্মের সহিত পৃথিবীলোকে আগমন করিয়া পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার অভিলষিত গৃহে আগমন করুন এবং অতি শোভন শরীরের সহিত সঙ্গত হউন অর্থাৎ উত্তম দেহ-যুক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করুন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে পিতৃমেধ মন্ত্রসমূহ আম্নাত হইয়াছে। দর্শপৌর্ণমাস হইতে আরম্ভ করিয়া পিতৃমেধ পর্য্যন্ত কর্ম্মকলাপ শ্রৌতকর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ। সাগ্নিক ত্রৈবর্ণিকগণের শ্মশান-কৃত্যকেই পিতৃমেধ বলা হয়। কর্ম্মের স্বভাবানুসারেই পিতৃমেধ, সমস্ত-কর্ম্মের অবসানে আম্নাত হইয়া থাকে। যে সমস্ত অজ্ঞলোক মনে করে পিতৃমেধ সর্ব্বাবসানে আম্নাত হইয়াছে বলিয়া তাহা প্রক্ষিপ্ত—তাহাদের অজ্ঞতার সীমা নাই। তাহারা কি বলিতে চায় সর্ব্বকর্ম্মের প্রারম্ভেই পিতৃমেধ থাকা উচিত ? প্রেতকার্য্যের অবসানে পৈত্র যজ্ঞ-বিশেষকেও পিতৃমেধ বলা হইয়া থাকে। যেমন মহাভারতের আদি-পর্ব্বের ১২৬—অধ্যায়ে ৩৩—শ্লোকে বলা হইয়াছে যে—"প্রেতকার্য্যে নিবৃত্তে তু পিতৃমেধং মহাযশাঃ। লভতাং সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ পাণ্ডুঃ কুরু-কুলোদ্বহঃ॥" ইহার ভাবার্থ—মহাযশাঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কুরুকুলোদ্বহ পাণ্ডু প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহানন্তর পিতৃমেধ লাভ করুন। পিতৃমেধ সর্ব্বাবসান-কর্ম্ম বলিয়াই তাহা প্রক্ষিপ্ত ইহা অতি উত্তম যুক্তি ! যাহা হউক, সমস্ত

বেদেরই শেষ ভাগে পিতৃমেধ কর্ম্ম আম্নাত হইয়াছে। কল্পসূত্রকার বৌধায়ন বলিয়াছেন—"অতএব অঙ্গারান্ দক্ষিণেন নির্ব্বর্ত্ত্য তিস্রঃ স্রুবাহুতী জুহোতি"। দক্ষিণ দিগ্ ভাগে চিতার অঙ্গার সমূহ আকর্ষণ করিয়া বক্ষ্যমাণ তিনটি ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা তিনবার হোম করিবে। প্রথম ঋক্‌মন্ত্রটি এই—**"অবসৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ। আয়ুর্ব্বসান উপযাতু শেষং সংগচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ"** তৈঃ আঃ ৬।৪ ইতি। সায়ণভাষ্যং—হে অগ্নে যঃ প্রেতঃ পুমান্, আহুতঃ চিতৌ মন্ত্রেণ সমর্পিতঃ সন্, স্বধাভিঃ স্বধাকার-সমর্পিতৈঃ উদকাদিভিঃ সহ চরতি, তং প্রেতং পিতৃভ্যঃ পিতৃপ্রাপ্ত্যর্থ্যং পুনরবসৃজ ভূয়ঃ প্রেরয়। অয়ং প্রেত আয়ুর্ব্বসান আচ্ছাদয়ন্নায়ুষা যুক্ত ইত্যর্থঃ, শেসং ভোগমুপযাতু প্রাপ্নোতু। হে জাতবেদঃ সোঽয়ং প্রেতস্তন্বা সংগচ্ছতাং শরীরেণ সংগতো ভবতু।

দ্বিতীয় আহুতি মন্ত্র—তৈত্তিরীয়ারণ্যক—৬।৪

"সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংস্বধাভিঃ সমিষ্টাপূর্ত্তেন পরমে ব্যোমন্। যত্র ভূম্যৈ বৃণুসে তত্র গচ্ছ তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু, ইতি।"

সায়ণভাষ্যং—হে প্রেত! ত্বং পিতৃভিঃ সংগচ্ছস্ব সংগতো ভব। স্বধাভিঃ স্বধাকার-সমর্পিতৈঃ দ্রব্যৈঃ সংগতো ভব। পরমে ব্যোমন্ উৎকৃষ্টে স্বর্গে ইষ্টাপূর্ত্তেন শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মফলেন সঙ্গতো ভব। ভূম্যৈ-ভূম্যাং যত্র যস্মিন্ দেশবিশেষে, বৃণুসে জন্ম প্রার্থয়সে তত্র গচ্ছ। সবিতা দেব ত্বাং তত্র দধাতু স্থাপয়তু।

ভাষ্যভাবার্থ :—হে প্রেত! তুমি পিতৃগণের সহিত সঙ্গত হও। তুমি স্বর্গে যাইয়া শ্রৌতস্মার্ত্ত কর্ম্ম ফলের সহিত সঙ্গত হও। তুমি পৃথিবীর যে দেশবিশেষে জন্মগ্রহণ প্রার্থনা কর সেই দেশবিশেষে জন্মগ্রহণ কর। দেব সবিতা সেই দেশবিশেষেই তোমাকে স্থাপন করুন।

"উত্তিষ্ঠাত স্তন্বং সংভরস্ব মেহগাত্র মবহা মা শরীরম্।
যত্র ভূম্যৈ বৃণসে তত্র গচ্ছ তত্র ত্বা দেবঃ সবিতা দধাতু ॥"

তৈঃ, আঃ ৬।৪

কল্পঃ—দতঃ শিরসো বা অস্থি গৃহ্ণাতি। হে প্রেত অতোঽস্মাৎ দহনদেশাদুত্তিষ্ঠ। তন্বং শরীরং সংভরস্ব সম্পাদয়, ইহ দহনদেশে, গাত্রম্ অঙ্গমেকমপি, মা অবহা—মা পরিত্যজ। শরীরমপি মা অবহা মা পরিত্যজ। যত্রেত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

ভাষ্য-ভাবার্থঃ—কল্পসূত্রকার বৌধায়ন প্রেতের অস্থি সংগ্রহে এই মন্ত্রটিব বিনিয়োগ বলিয়াছেন। মন্ত্রের অর্থ এই যে—হে প্রেত! তুমি এই দহন দেশ হইতে উত্থিত হও, এবং শরীর পরিগ্রহ কর। এই দহন দেশে তোমার একটি অঙ্গও পরিত্যাগ করিও না। পৃথিবীর যে দেশবিশেষে তুমি জন্ম প্রার্থনা কর, সেই স্থানে তুমি জন্ম গ্রহণ কর। দেব সবিতা তোমাকে সেইস্থানে স্থাপন করুন।

এই সমস্ত ঋকমন্ত্রগুলি আলোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে যে পুনর্জন্মবাদ বেদেই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং তাহা ভারতবর্ষের নিজস্ব বস্তু।

আমরা পূর্ব্বে যে "সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ" ঋক্‌মন্ত্রটি প্রদর্শন করিয়াছি, সেই মন্ত্রটি অথর্ব্বসংহিতার ১৮শ কাণ্ডে ৩য় অনুবাকের, ৩য় সূক্তে আম্নাত হইয়াছে। অথর্ব্ব সংহিতার এই কাণ্ডেই পিতৃমেধ মন্ত্রগুলি আম্নাত হইয়াছে।

ঋক্ সংহিতার ৭।৬।২০ বর্গে ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে আর একটি ঋক্‌মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে, যথা—"সূর্য্যং তে চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাঞ্চ গচ্ছ পৃথিবীঞ্চ ধর্ম্মণা। অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিত মোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ" ॥ সায়ণ ভাষ্য—দহ্যমানস্য প্রেতস্য উপস্থানে হপি এতাঃ শংসনীয়াঃ—হে প্রেত! তে

ত্বদীয়ং চক্ষুঃ সূর্য্যং গচ্ছতু, আত্মা প্রাণো বাহ্যং বায়ুং গচ্ছতু, ত্বমপি ধর্ম্মণা সুকৃতেন তৎফলং ভোক্তুং দ্যুলোকং ভূলোকঞ্চ গচ্ছ, অপো বা গচ্ছ, চক্ষুরাদীন্দ্রিয়-সামর্থ্যং পুনর্দ্দেহগ্রহণপর্য্যন্তং তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাগতং ত্বয়া দ্যুলোকাদিষু শরীরে স্বীকৃতে পশ্চাৎ ত্বামেব প্রাপ্নুতি। যত্র যস্মিন্ লোকে, তে তব হিতং সুখমস্তি তত্র গত্বা ওষধীষু প্রবিশ্য তদ্দ্বারা পিতৃদেহমাতৃদেহৌ প্রবিশ্য তত্র তত্র উচিতানি শরীরাণি স্বীকৃত্য তৈঃ শরীরৈঃ প্রতিষ্ঠিতো ভব।

মৃত ব্যক্তির অগ্নিসংস্কারকালেও এইমন্ত্র পাঠ করিতে হয়, মন্ত্রার্থ—হে প্রেত! তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক, প্রাণ বাহ্যবায়ুতে গমন করুক, তুমিও তোমার শুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য দ্যুলোকে ভূলোকে অথবা বরুণলোকে গমন কর। তোমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সামর্থ্য, তোমার পুনঃ দেহগ্রহণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণে অবস্থিত থাকিয়া দ্যুলোকাদিতে তুমি শরীর গ্রহণ করিলে আবার তোমাতে আসিবে। যে লোকে তোমার হিত অর্থাৎ ভোগ্য আছে তথায় গমন কর। ব্রীহিযবাদি ওসধীসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া ওষধী দ্বারা পিতৃমাতৃদেহে প্রবেশপূর্ব্বক উপযুক্ত শরীরসমূহ লাভ করিয়া সেই শরীর সমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হও।

ঋক্ সংহিতার পঞ্চম অষ্টকের তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ বর্গের ৯।১০ মন্ত্রে ভগবান্ বশিষ্ঠের পুনর্জন্মের উল্লেখ আছে। উক্তমন্ত্রের সায়ণ ভাষ্যে বলা হইয়াছে—বশিষ্ঠঃ পূর্ব্বং প্রজাপতে দেহমুৎসৃজ্য অপ্সরঃসু জায়েয়েতি বুদ্ধি মকরোদিতি ভাবঃ।৯। এতাসু ঋক্ষু বশিষ্ঠস্যৈব দেহপরিগ্রহঃ প্রতিপাদ্যতে॥ ইহার ভাবার্থ—বশিষ্ঠ প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন হইয়া সেই দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্সরাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, নবম মন্ত্রে ইহা বলা

হইয়াছে। ততঃপর দশমাদি ঋক্ মন্ত্রে বশিষ্ঠের দেহান্তরপরিগ্রহ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঋক্ সংহিতার তৃতীয় অষ্টকে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষোড়শবর্গে প্রসিদ্ধ বামদেব আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে। মন্ত্রটি এই—"গর্ভে নু সন্নন্বেষাম বেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। শতং মা পুর আয়সী ররক্ষন্নধ-শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্ ॥১॥"

সায়ণভাষ্যম্—অত্রৈব শ্লোকঃ পঠ্যতে "শ্যেনভাবং সমাস্থায় গর্ভাদ্ যোগেন নিঃসৃতঃ। ঋষির্গর্ভে শয়ানঃ সন্ ব্রূতে গর্ভে নু সন্নিতি ॥" গর্ভে নু গর্ভে এব সন্ বিদ্যমানোঽহং বামদেবঃ এষামিন্দ্রাদীনাং দেবানাং বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি জনিমানি জন্মানি অন্ববেদম্ আনুপূর্ব্ব্যেণ অজ্ঞাসিষম্। পরমাত্মনঃ সকাশাৎ সর্ব্বে দেবাঃ জাতা ইত্যবেদিষমিত্যর্থঃ। ইতঃ পূর্ব্বং শতং বহূনি আয়সীঃ অয়োময়ানি অভেদ্যানি, পুরঃ শরীরাণি মামরক্ষন্ অপালয়ন্। যথা অহং শরীরাদ্ ব্যতিরিক্তং আত্মানং ন জানীয়াম্ তথা মাম্ অরক্ষন্নিত্যর্থঃ। অথ অধুনা শ্যেনঃ শ্যেনবৎ স্থিতো-ঽহং জবসা বেগেম নিরদীয়ং শরীরান্নিরগম্। অনাবরণমাত্মানং জানন্ নির্গতো ঽস্মীত্যর্থঃ। "পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভ" ইতি খণ্ডে ঐতরেয়োপনিষদি গর্ভ এবৈতৎ শয়ানো বামদেব এবমুবাচ ইত্যাদিনা অয়মর্থঃ সম্যক্ প্রতিপাদিতঃ।

ভাষ্য ভাবার্থঃ—এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশক এই শ্লোকটি প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। "শ্যেনভাবং সমাস্থায়" ইত্যাদি। শ্যেন পক্ষীর মত অপ্রতিহতগতি অবলম্বন করিয়া যোগমহিমা বশতঃ মাতৃগর্ভ হইতে বামদেব নিঃসৃত হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি মাতৃ-গর্ভে অবস্থান করিয়াই পাঁচটি ঋক্‌মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। এই পাঁচটি মন্ত্রের মধ্যে প্রথম মন্ত্রটি এস্থলে ব্যাখ্যাত হইতেছে—"আমি বামদেব মাতৃগর্ভে স্থিত থাকিয়া এই সমস্ত ইন্দ্রাদি দেবগণের সমস্ত

জন্ম আনুপূর্ব্বিকক্রমে অবগত হইয়াছি। "সমস্ত দেবতাগণই পরমাত্মা হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন" ইহা আমি জানিয়াছি। আমার এই ব্রহ্মবিদ্যালাভের পূর্ব্বে, লৌহতুল্য অভেদ্য অসংখ্য শরীর আমাকে আবেষ্টন করিয়াছিল। যেজন্য আমি শরীর হইতে ভিন্ন ইহা জানিতে পারি নাই। যাহাতে আমি শরীর ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে না পারি সেইরূপে অনন্তশরীব আমাকে আবেষ্টন করিয়াছিল। অধুনা আমি শ্যেন পক্ষীর মত অপ্রতিহত গতি হইয়া ঐ শরীর সমূহ হইতে নির্গত হইয়াছি। আমি আত্মাকে অনাবরণ জানিয়া শরীর হইতে নির্গত হইয়াছি।

এই আখ্যায়িকার অভিপ্রায় ঐতরেয় উপনিষদে "পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভ" এই খণ্ডে, মাতৃগর্ভে শযান বামদেব, ব্রহ্মবিদ্যার প্রকাশক মন্ত্রগুলি দর্শন করিয়াছিলেন ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইযাছে। পূর্ব্ব প্রদর্শিত ঋক্ মন্ত্রগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে "বেদে জন্মান্তরের কথা নাই" এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কথা যে নিতান্ত নিঃসার, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যাইবে। মন্ত্রসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে এই জন্মান্তরের কথা বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

—তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের তৃতীয় কাণ্ডের সপ্তম প্রপাঠকের নবম-অনুবাকে—"যে দেবযানা উত পিতৃযানা সর্ব্বান্ পথো অনৃণা অক্ষীয়েম" এই মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্যার্থ এই যে, দেবলোকে গমন-যোগ্য পথ এবং পিতৃলোকে গমনযোগ্য পথ বিদ্যমান রহিয়াছে, ঋণ-বিমুক্ত আমরা সেই সমস্ত পথকে প্রাপ্ত হইয়া নিবাস করিতেছি"। এই মন্ত্রে যে দেবযান ও পিতৃযান মার্গে গমনের কথা বলা হইয়াছে তাহাই উপনিষদে পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে বিস্তৃত ভাবে বলা হইয়াছে। ভগবদ্-গীতাতেও "শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা "দেবযান"

ও "পিতৃযানের" কথা বলা হইয়াছে। যাঁহারা পিতৃযান মার্গে স্বর্গে গমন করেন সেই বিশুদ্ধ কর্ম্মিগণ, স্বর্গভোগের পরে পুনরায় পৃথিবীতে মনুষ্যাদি রূপে জন্ম গ্রহণ করেন ইহা উপনিষদে এবং ভগবদ্গীতায় বলা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বলা হইয়াছে। এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে যে পিতৃযান মার্গ বলা হইয়াছে সেই মার্গে শুদ্ধ কর্ম্মিগণ পিতৃলোকে গমন করিয়া ভোগাবসানে আবার পৃথিবীলোকে স্বীয় কর্ম্মানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন বলা হইয়াছে। এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যার অন্তিম প্রশ্নে বলা হইয়াছে যে, "বেত্থ দেবযানস্য বা পথঃ প্রতিপদং পিতৃযানস্য বা যৎ কৃত্বা দেবযানং বা পন্থানং প্রতিপদ্যন্তে পিতৃযানং বা"। পাঞ্চালরাজ প্রবাহণ, শ্বেতকেতুকে এই প্রশ্ন করিয়া রাজা আবার নিজেই বলিয়াছেন—অপিহি ন ঋষে র্বচঃ শ্রুতম্—"দ্বে সৃতী অশৃণবং পিতৃণামহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাং। তাভ্যামিদং বিশ্ব মেজৎ সমেতি যদন্তরা পিতরং মাতরঞ্চেতি"। এই ঋক্ মন্ত্রটি ঋক্ সংহিতা ৮।৪।১২ বর্গে, শুক্ল যজুঃ সংহিতার ১৯।৪৭ মন্ত্রে, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ১।৪।২ অনুবাকে আম্নাত হইয়াছে। এই মন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য—অপি অত্র অস্য অর্থস্য প্রকাশকং ঋষে র্মন্ত্রস্য বচো বাক্যং নঃ শ্রুতমস্তি। মন্ত্রোঽপি অস্যার্থস্য প্রকাশকো বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ মন্ত্র ইতি উচ্যতে—"দ্বে সৃতী দ্বৌ মার্গৌ অশৃণবম্ শ্রুতবানস্মি তয়োরেকা পিতৃণাং প্রাপিকা পিতৃলোকসম্বদ্ধা তয়া সৃত্যা পিতৃলোকং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ"।

ভাষ্যভাবার্থ—পাঞ্চাল রাজ প্রবাহণ, ঋষি কুমার শ্বেতকেতুকে যে প্রশ্নগুলি করিয়াছিলেন তাহার শেষ প্রশ্ন এই যে, যাদৃশ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যাদৃশ কর্ম্ম করিয়া পিতৃযান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এই উভয় মার্গ প্রাপক কর্ম্ম, তুমি কি জান? আবার

রাজা বলিয়াছেন—এই উভয় মার্গের প্রকাশক ঋক্ মন্ত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে, এই বলিয়া রাজা "দ্বে সৃতী অশৃণবম্" এই ঋক্ মন্ত্রটি বলিয়াছিলেন। ঋক্ সংহিতায় এই মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণ, মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন "তৌ চ মার্গৌ ভগবদাদেশিতৌ অগ্নির্জ্যোতি রহঃ শুক্লঃ" ইত্যাদি এবং "ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি। গীতার দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারাযায় যে কর্ম্মিগণ দেহাবসানে পিতৃযান মার্গে পিতৃলোকে গমন করিয়া পিতৃলোক ভোগের অবসানে আবার পৃথিবীলোকে ইহলোক-ভোগ্য সঞ্চিত কর্ম্মের ফলে, জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহা ঋক্‌মন্ত্র, উপনিষৎ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থই বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। উদ্ধৃত ঋক্ মন্ত্রটি পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে মাত্র। বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এবং শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। বেদের ব্রাহ্মণভাগ, মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যাস্বরূপ। মন্ত্র ব্যাখ্যেয় এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থ তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপ।

ঋক্ সংহিতার যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেবযান ও পিতৃযানমার্গ প্রদর্শন করিয়াছি, সেই মন্ত্রটি শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদের পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং উদ্ধৃত ঋক্‌মন্ত্রটিও তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদিও ছান্দোগ্যোপনিষদেও পঞ্চাগ্নিবিদ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি তাহাতে উক্ত ঋক্‌মন্ত্রটী উদ্ধৃত হয় নাই, এজন্য ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চাগ্নি বিদ্যা দ্বারা "দ্বে সৃতী অশৃণবম্" এই ঋক্‌মন্ত্রটি যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় না। এ জন্য শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত পঞ্চাগ্নি বিদ্যারই উল্লেখ করিলাম। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা যে উক্ত ঋক্‌মন্ত্রেরই ব্যাখ্যাস্বরূপ, তাহা না জানার জন্য, আধুনিক বিদ্বদ্‌গণের মধ্যেও কেহ কেহ ভ্রান্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরা এই বিদ্যা জানিত না ইত্যাদি। বিদ্যা জানা এক কথা ও সেই বিদ্যার উপাসনা করা

অন্য কথা। পঞ্চাগ্নি বিদ্যা উপাসনাকাণ্ডের অন্তর্গত, ইহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা নহে।

গীতাতে দেবযান ও পিতৃযান মার্গের পরিচয় দ্বারা পুনর্জন্ম-সমর্থন।

ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যোগিগণ যে সময়ে দেহ পরিত্যাগ করিয়া অনাবৃত্তি-ফলক ও পুনরাবৃত্তি-ফলক দেবযান ও পিতৃযান মার্গে গমন করিয়া থাকেন, সেই কাল আমি তোমার নিকটে বলিতেছি। এইরূপ বলিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে—'অগ্নি র্জ্যোতি রহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তারায়ণম্। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ" ॥ অঃ ৮। ২৪। "ধূমো রাত্রি স্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্। তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতি র্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে" ॥ ৮। ২৫। "শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে। একয়া যাত্যনাবৃত্তি মন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ" ॥ ৮। ২৬। "নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন" ॥ ৮। ২৬॥।

এই শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে সুস্পষ্টভাবে পুনর্জন্মের কথা বুঝিতে পারা যাইবে। কৃষ্ণগতি দ্বারা যাঁহারা চন্দ্রলোকে অর্থাৎ পিতৃলোকে গমন করেন, তাঁহাদের এই পৃথিবীতে পুনর্জন্ম হইয়া থাকে, ইহাই 'অন্যয়াবর্ত্ততে 'পুনঃ' এই বাক্য দ্বারা ভগবান্ বলিয়াছেন। আর এই কথাই ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই পাদকেই শাস্ত্রে বৈরাগ্য পাদ বলা হয়। ঋক্‌মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণভাগে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় তাহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতাতেও এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যারই সার সঙ্কলিত হইয়াছে। "নৈতে সৃতী পার্থ জানন্" এই গীতা-শ্লোকে দ্বিবচনান্ত "সৃতী" শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভগবান্ 'দ্বে সৃতী অশৃণবম্' এই মন্ত্রভাগকে স্মরণ

করাইয়াছেন। এবং এই গীতা-শ্লোকও যে উক্ত মন্ত্রভাগেরই ব্যাখ্যা তাহাই বুঝাইয়াছেন। পিতৃযান মার্গই কর্ম্মিগণের মার্গ। ইহাকেই গীতায় কৃষ্ণগতি বলা হইয়াছে, উপনিষদের পঞ্চাগ্নি বিদ্যাতে কৃষ্ণগতি-কেই ধূমাদিমার্গ বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ১।৪।২ অনুবাকে "দ্বে সৃতী অশৃণবম্" এই মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে ও সায়ণাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে—আমরা উক্ত মন্ত্রটি ও তাহার ভাষ্য এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দ্বে স্রুতী অশৃণবং পিতৄণাম্ অহং দেবানামুত মর্ত্ত্যানাম্। তাভ্যামিদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি অন্তরাপূর্ব্ব মপরং চ কেতুম্" ॥

ভাষ্যম্—পিতৄণামস্মৎপূর্ব্বপুরুষাণাং দ্বে স্রুতী অশৃণবম্ দ্বৌ মার্গা-বিতি শাস্ত্রমুখেনাহং শ্রুতবানস্মি। তয়ো র্মধ্যে দেবযান মেকো মার্গো, যেন গত্বা ব্রহ্মলোকে দেবা ভূত্বা ন পুনরাবর্ত্তন্তে। উতাপি চ মর্ত্ত্যা যেন গত্বা স্বর্গ মনুভূয় পুনরাবর্ত্তন্তে, তাভ্যামুভাভ্যাং মার্গাভ্যামিদং বিশ্বং ভুবনং শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানপরং সর্ব্বপ্রাণিজাতং সমেতি সম্যগ্ গচ্ছতি। পূর্ব্বং কেতুং চিহ্নং পৃথিবীং অপরং কেতুং দিবং চান্তরা দ্যাবাপৃথিব্যো-র্মধ্যে দ্বে স্রুতী বর্ত্তেতে ইত্যর্থঃ—ঋক্ সংহিতার ৮।৪।১২ সূক্তে এই মন্ত্রটি আম্নাত হইয়াছে ইহা বলা হইয়াছে। আর তাহাতে "দ্বে সৃতী" এইরূপ পাঠ আছে।

ভাষ্যভাবার্থ—আমাদের পিতৃগণের অর্থাৎ আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ-গণের দুইটি স্রুতি শ্রবণ করিয়াছি অর্থাৎ দুইটিপথ শাস্ত্রমুখে আমি শুনিয়াছি। এই দুইটী পথের মধ্যে একটি দেবতা দিগের পথ। মনুষ্য মৃত্যুর পরে যে পথে গমন করিয়া ব্রহ্মলোকে দেবতা হইয়া অবস্থান করে এবং এইলোক হইতে আর পুনরাবৃত্তি হয় না অর্থাৎ পৃথিবী লোকে আর জন্ম গ্রহণ করে না। আর একটি পথ আছে যে পথে মনুষ্য মৃত্যুর পরে গমন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং স্বর্গভোগের

পরে আবার পৃথিবী-লোকে জন্ম গ্রহণ করে। এই দুইটি পথদ্বারা সমস্ত ভুবন অর্থাৎ শাস্ত্রানুষ্ঠান-পরায়ণ সমস্ত প্রাণিগণ গমন করিয়া থাকে। পৃথিবীলোক ও দ্যুলোকের মধ্যে এই দুইটি পথ বিদ্যমান আছে। এই দুইটী পথের একটি অবধি পৃথিবী, অপর অবধি দ্যুলোক।

বেদে পুনর্জন্ম সিদ্ধান্তিত আছে বলিয়াই স্মৃতি পুরাণাদি আর্ষ-গ্রন্থে এবং ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র সমূহে ও ভারতীয় কাব্যাদি গ্রন্থে পুনর্জন্ম আলোচিত হইয়াছে ও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। যাহা বেদে নাই তাহা ভারতীয় কোন সাহিত্যেই নাই। যাহা বেদে আছে তাহাই ভারতীয় সাহিত্য সমূহে আলোচিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা ভগবান্ প্রজাপতি কর্তৃক ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের সৃষ্টির কথা বেদের মন্ত্রভাগ ও ব্রাহ্মণভাগ হইতে বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছি। প্রজাপতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অতীত জন্মের কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সৃষ্টি প্রবাহ ও প্রলয়প্রবাহ অনাদি। এই প্রবাহের "ইদং-প্রথমতা" নাই। "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ" ২।১।৩৬ এই ব্রহ্ম-সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে সৃষ্টি প্রলয় প্রবাহের অনাদিতা বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। ঋক্ সংহিতার ৮।৮।৪৮ বর্গের "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার আচার্য্যশঙ্কর সৃষ্টি-প্রলয় প্রবাহের অনাদিত্ব সমর্থন করিয়াছেন।

অতীত জন্মের কর্ম্মানুসারেই যে জীবের বিভিন্ন যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে তাহা ন্যায়ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নও ন্যায়সূত্রের প্রথম সূত্রের তর্ক পদার্থ নিরূপণ প্রসঙ্গে সুদৃঢ় ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়দর্শন ৫৩।৫৪ পৃষ্ঠা মেট্রোপলিটন সংস্করণ। এই ভাষ্যের বার্ত্তিকে মহামতি উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে—"কথং পুনঃ কর্ম্মনিমিত্তং জন্ম? [illegible]। এস্থলে ভেদবত্ত্বাৎ কথার অর্থ বিচিত্রত্বাৎ ৫৫ পৃঃ তাৎপর্য্য-

টীকা। জীবের জন্ম বহুবিচিত্র বলিয়া বিচিত্র জন্ম, জীবের অতীত জন্মের কর্ম্মের ফল ইহা বুঝিতে পারা যায়। জীবের জন্ম-বৈচিত্র্য প্রদর্শনের জন্য বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"কঃ পুনর্ভেদঃ ? সুগতি দুর্গতিশ্চেতি। সুগতৌ দেবো মনুষ্য ইতি মনুষ্যত্বে পুমান্ ইতর ইতি। পুংস্ত্বে ব্রাহ্মণ ইতর ইতি, ব্রাহ্মণত্বে পটিন্দ্রিয়ো মৃদ্বিন্দ্রিয় ইতি। পটিন্দ্রিয়তায়াং উচ্চাভিজনো নীচাভিজন ইতি, উচ্চাভিজনতায়াং সকলো নিষ্কল ইতি, সাকল্যে বিদ্বান্, মূর্খ ইতি, বিদ্বত্তায়াং সমাশ্বাসী পরিত্রস্ত ইতি, সমাশ্বাসে বশী পরায়ত্ত ইতি, দুর্গতাবপি তির্য্যঙ্ নারক ইতি, নারকত্বেপি কূটশাল্মল্যাম্ অয়ঃকুম্ভ্যামিতি, তির্য্যক্তায়াং গৌ রিতর ইতি, সোঽয়ং ভেদঃ অনেকমবস্থিতম্ অনিত্যমেকদ্রব্যং প্রত্যাত্মনিয়তং নিমিত্তমন্তরেণ ন যুক্তঃ"।

মহামতি বার্ত্তিককার জন্মের অসংখ্য বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া জীবগণের এই বৈচিত্র্যময় জন্ম পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টবশতঃই হইয়া থাকে ইহা অতি বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। "অনেকমবস্থিতমনিত্যমেকদ্রব্যং প্রত্যাত্মনিয়তং" বলিয়া বার্ত্তিককার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট অনেক, স্থির অর্থাৎ অক্ষণিক, ভোগনাশ্য বলিয়া তাহা অনিত্য এবং প্রত্যেকটি অদৃষ্ট সর্ব্বাত্ম সমবেত নহে কিন্তু একদ্রব্য। অদৃষ্ট একদ্রব্য হইলেও বাহ্য-পৃথিব্যাদি এৈকেক দ্রব্যে সমবেত নহে, কিন্তু প্রত্যাত্মনিয়ত। বার্ত্তিককারের এই কথাগুলি কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে আচার্য্য উদয়ন "সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বা বৈচিত্র্যাদ্বিশ্ববৃত্তিতঃ। প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ ভুক্তে রস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥ এই কারিকাদ্বারা সংগ্রহ করিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলি ১।৪ কারিকা।

আজ কাল অনেকে "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" এইরূপ একটি অমূলক শ্লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই অমূলক শ্লোকটি

বলিবার অভিপ্রায় এই যে—ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিভাগ, মনুষ্যের জন্ম লাভের পরে এই জন্মের কর্ম্মদ্বারাই এই জন্মের বর্ণ বিভাগ সিদ্ধ হইবে। এই জন্মের কর্ম্মদ্বারাই এই জন্মে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিশ্চয় হইবে এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহারা এই জন্মের কর্ম্মদ্বারা এই জন্মে কত বৎসর বয়সে বর্ণের অবধারণ হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলেন না, এই জন্মের গুণ-কর্ম্মদ্বারা এই জন্মেই তাহার বর্ণ নিশ্চয় হইবে, এই মাত্রই তাঁহারা বলেন, আর তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্যই ' জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" এই অমূলক শ্লোকপাদ বলিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, এই বাক্যটি তাঁহাদেরই উক্তসিদ্ধান্তের বিরোধী। গীতায় বলা হইয়াছে যে—"পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্" শূদ্রের পরিচর্য্যা কর্ম্ম, শূদ্রোচিত কোন কর্ম্ম না করিয়া এবং শূদ্রোচিত কোন গুণের অধিকারী না হইয়া যদি জাতমাত্র শিশু শূদ্র হইতে পারে, তবে জাত মাত্র শিশু ব্রহ্মণাদি রূপ হইতেই বা দোষ কি ? জাত মাত্র শিশুকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে শূদ্রবর্ণ যে গুণকর্ম্মানুসারে হইতে পারে না, ইহাত তাঁহারাই স্বীকার করিতেছেন। তাঁহারা যে বচনটি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অমূলক। অত্রিসংহিতায় বলা হইয়াছে যে—"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয় স্ত্রিভিরেব চ" অত্রিসং—১৪০ শ্লোক।

আমরা এই প্রবন্ধে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ জন্মানুসারেই হইয়া থাকে বলিয়াছি এবং জন্মানুসারে বর্ণ ব্যবস্থার প্রতিপাদক বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দেখাইয়াছি। মানুষের পূর্ব জন্ম কৃত কর্ম্মানুসারেই পরবর্ত্তিব্রাহ্মণাদি যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে তাহাও দেখাইয়াছি। এবং পুনর্জন্মও যে বেদের মন্ত্রভাগে বহুধা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহাও দেখাইয়াছি। পুনর্জন্ম প্রতিপাদক স্মৃতি ও পুরাণের বহুতর উক্তি থাকিলেও তাহা আমরা এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম না। কারণ জন্মানুসারে

বর্ণব্যবস্থা বা পুনর্জন্ম প্রভৃতি বেদে নাই, পরবর্ত্তিকালে রচিত স্মৃতি পুরাণাদিতেই আছে. ইহাই বর্ত্তমান সময়ে অজ্ঞ লোকেরা মনে করে, এই জন্য বেদের মন্ত্র ভাগ হইতেই প্রমাণ সঙ্কলিত হইল।

যাঁহারা গুণ কর্ম্মানুসারে বর্ণ ব্যবস্থা বলিতে চান তাঁহারা অবশ্যই ব্রাহ্মণাদিবর্ণের সংস্কার কর্ম্মগুলি মানেন, এবং ব্রাহ্মণাদি-চতুর্ব্বর্ণের জন্য শাস্ত্রে বিহিত কর্ম্মগুলিও মানেন। গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সংস্কার কর্ম্মগুলি কি মনগড়ন্ত অথবা শাস্ত্রবিহিত। মনগড়ন্ত হইলে আমাদের সে বিষয়ে কোন বক্তব্য নাই। যাঁহারা শাস্ত্রই মানেন না, তাঁহাদের নিকটে আর শাস্ত্রের প্রমাণ উপস্থাপন কবিয়া ফল কি? শাস্ত্রবিহিত সংস্কার কর্ম্মগুলি স্বীকার করিলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে—জাতকর্ম্ম, নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জাতকর্ম্ম, নামকরণ প্রভৃতি সংস্কার কর্ম্ম, ব্রাহ্মণের যেরূপ হইবে ক্ষত্রিয়ের সেইরূপ হইবে না এবং ক্ষত্রিয়ের যেরূপ হইবে, সেরূপ বৈশ্যের হইবে না, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এইজন্মের গুণকর্ম্ম দ্বারা এইজন্মেই বর্ণনিশ্চয় করিতে হইলে কত বৎসর বয়সে এই বর্ণের নিশ্চয় হইবে তাহা গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণব্যবস্থাবাদিগণও বলিতে পারেন না। তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, জাতমাত্র শিশুর গুণ-কর্ম্মানুসারে যে বর্ণব্যবস্থা হইতে পারে না ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং জাতমাত্রবালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার কিরূপে অনুষ্ঠিত হইবে? জাতমাত্র বালক কোন্ বর্ণের অন্তর্গত? সমস্ত মানুষই যদি জাতমাত্র অবস্থায় শূদ্রই হয় তবে সমস্ত বালকেরই জাতকর্ম্ম নামকরণ চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কারকর্ম্মগুলি শূদ্রোচিত হইবে, আর তাহাতে ব্রাহ্মণোচিত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার, ক্ষত্রিয়োচিত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার, বৈশ্যোচিত জাত কর্ম্মাদি সংস্কারগুলি কোন বালকের জন্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

এবং ব্রাহ্মণোচিত জাতকর্ম্মাদি, ক্ষত্রিয়োচিত জাতকর্ম্মাদি এবং বৈশ্যোচিত জাতকর্ম্মাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রসমূহ উন্মত্ত প্রলাপ-রূপেই পরিগণিত হইবে। জাত মাত্র বালক কোন বর্ণের অন্তর্গত না হইলে অথবা শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত হইলে, জাত মাত্র বালক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য এই তিনবর্ণের কোন বর্ণেরই অন্তর্গত হইতে পারিবে না। আর তাহাতে ব্রাহ্মণাদি বালকের জন্য বিহিত জাতকর্ম্মাদি সংস্কার যাহা শাস্ত্রে আছে তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এইরূপ "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণ মুপনয়ীত" "একাদশবর্ষং রাজন্যং" দ্বাদশবর্ষং বৈশ্যং" ইত্যাদি উপনয়ন সংস্কার বিধায়ক যে শাস্ত্র, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, আট বছরের শিশুর ব্রাহ্মণ্যাদির নিরূপণ হইবে কিরূপে? গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণকর্ম্ম যাহার আছে, মাত্র তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে? আবার যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহারই উপনয়নাদি সংস্কারে অধিকার হইবে, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে ব্রাহ্মণ হইবে, আবার ব্রাহ্মণ সিদ্ধ হইলে তাহার উপনয়নাদি সংস্কার হইতে পারিবে, এইরূপে দুরুত্তর ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইবে।

"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি" এই যাস্কোদ্ধৃত ঋক্ মন্ত্রে বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। বিদ্যা থাকিলে তবে ব্রাহ্মণ্য সিদ্ধ হইবে, ব্রাহ্মণ্য থাকিলে তবে বিদ্যা তাহার নিকটে আসিবেন, সুতরাং বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট আসিবেন কিরূপে? এই দুষ্পরিহর অন্যোন্যাশ্রয় দোষ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। এইরূপ মনুসংহিতায় "বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ" ২।১১৪ শ্লোকেও গুণকর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত দোষই হইবে।

পূর্ব-মীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের দ্বিতীয় সূত্র—শাস্ত্র-দৃষ্টবিরোধাচ্চ ১।২।২। এই সূত্রের শাবর ভাষ্যে বলা হইয়াছে "অপরো

দৃষ্ট বিরোধঃ, নচৈতদ্বিদ্মো বয়ং ব্রাহ্মণা বা স্মোঽব্রাহ্মণা বা"। গোপথ-ব্রাহ্মণ পূর্ব খণ্ড-৫।২১। ভাষ্যকার শবর স্বামী এই গোপথ ব্রাহ্মণের উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া মীমাংসা সূত্রের দৃষ্টবিরোধের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া, প্রত্যক্ষবিষয়-ব্রাহ্মণত্বে সংশয় প্রদর্শন করায়, শ্রুতির দৃষ্টবিরোধ হইয়াছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বিরোধ হইয়াছে। আচার্য্য শবর স্বামী ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিকে প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শরীরেই মাত্র ব্রাহ্মণত্ব জাতি থাকে, আত্মাতে ব্রাহ্মণত্ব জাতি থাকে না। এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। প্রত্যক্ষযোগ্য ব্যক্তিতে সমবেত জাতিমাত্রই প্রত্যক্ষ-যোগ্য হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ শরীর প্রত্যক্ষযোগ্য ব্যক্তি, এই যোগ্য-ব্যক্তিতে স্থিত ব্রাহ্মণত্ব জাতি, প্রত্যক্ষযোগ্যই হইবে। প্রত্যক্ষযোগ্য ব্যক্তিতে প্রত্যক্ষের অযোগ্য জাতি থাকিতেই পারে না, ইহাই ভারতীয়-দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত, এজন্য ব্রাহ্মণাদি ব্যক্তিতে স্থিত ব্রাহ্মণত্বাদি-জাতি, প্রত্যক্ষগ্রাহ্যই হইবে। শাবর ভাষ্যের বার্ত্তিকে ভট্টপাদ কুমারিল আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন—"কথং পুনরয়ং দৃষ্টবিরোধো যদা সমানাকারেষু পিণ্ডেষু ব্রাহ্মণত্বাদিবিভাগঃ শাস্ত্রেণৈব নিশ্চীয়তে।" ইহার অভিপ্রায়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সমানাকার শরীরে যে ইনি ব্রাহ্মণ, ইনি ক্ষত্রিয় এইরূপ বিভাগ, লোক ব্যবহারে আছে, এই ব্রাহ্মণাদি-বিভাগের নিশ্চয়, মাত্র শাস্ত্র দ্বারাই হইয়া থাকে। লোকপ্রত্যক্ষ দ্বারা হইতে পারে না।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"নায়ং শাস্ত্রবিষয়ো লোক-প্রসিদ্ধত্বাদ্ বৃক্ষাদিবৎ"। ইহার অভিপ্রায়—ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির নিশ্চয় বৃক্ষত্বাদি জাতির নিশ্চয়ের মত লোক প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

ইহাতে আবার শঙ্কা প্রদর্শন করিয়াছেন—"কথং পুনরিদং লোক-

প্রসিদ্ধম্।" ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি লোকপ্রসিদ্ধ হইল কিরূপে? লোক-নামক তো কোন প্রমাণ নাই? এতদুত্তরে ভট্টপাদ বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষেণেতি ভ্রমঃ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারাই ব্রাহ্মণত্বাদি নিশ্চিত হইয়া থাকে।

ততঃপর ভট্টপাদ এবিষয়ে বহুপ্রকার শঙ্কা ও তাহার সমাধান বলিয়া পরে সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন—"কচিদ্ধি কাচিজ্জাতিগ্রহণে ইতিকর্ত্তব্যতা ভবতি ইতি বর্ণিতম্"। ইহার অভিপ্রায় এই যে—জাতির প্রত্যক্ষে জাতির ব্যঞ্জকের বৈচিত্র্য আছে, ইহা শ্লোকবার্ত্তিকে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে যথা—"সংস্থানেন ঘটত্বাদি ব্রাহ্মণত্বাদি জন্মতঃ। কচিদাচারতশ্চাপি সম্যগ্ রাজানুপালিতাৎ॥ তৈলাদ্ ঘৃতং বিলীনন্তু গন্ধেন চ রসেন চ।"—ঘটত্বাদি জাতি সংস্থানব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণত্বাদিজাতি জন্মদ্বারা ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণ মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলে। ব্রাহ্মণ মাতা পিতা হইতে উৎপত্তির জ্ঞান সহকারে—অর্থাৎ জন্মের জ্ঞান সহকারে—ব্রাহ্মণ মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখিলে সেই ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্ব জাতির প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। কোনস্থলে ধার্ম্মিক রাজাদ্বারা ধর্ম্মানুসারে পরিপালিত জনগণের ধর্ম্মানুমোদিত আচার দ্বারাও ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অধার্ম্মিক রাজার দ্বারা শাসিত দেশে ব্রাহ্মণাদির আচার ব্যবস্থিত থাকে না বলিয়া, আচার সর্ব্বত্র জাতির ব্যঞ্জক হয় না। এইরূপ তিলতৈলে ও গলিতঘৃতে তৈলত্ব ঘৃতত্ব জাতি, গন্ধবিশেষ দ্বারা ও রসবিশেষ দ্বারা ব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে। গন্ধরসাদির জ্ঞান সহকারে ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট তৈলঘৃতাদিতে তৈলত্ব ঘৃতত্ব জাতি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

ভট্টপাদের এই কথাগুলিই ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য টীকাতে বাচস্পতি-মিশ্র বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

"ন পুনঃ সর্ব্বা জাতিরাকৃত্যা লিঙ্গ্যতে। মৃৎসুবর্ণরজতাদিকা হি রূপবিশেষব্যঙ্গ্যা জাতিঃ, ন আকৃতি-ব্যঙ্গ্যা, ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিস্তু যোনি-ব্যঙ্গ্যা, আজ্যতৈলাদীনাং জাতিস্তু গন্ধেন বা রসেন বা ব্যজ্যতে।" ন্যায়সূত্র ২।২।৬৮। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় দার্শনিকগণও জন্মানুসারেই বর্ণব্যবস্থা স্বীকার করেন।

ততঃপর ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"নতু আচারনিমিত্তবর্ণবিভাগে প্রমাণং কিঞ্চিৎ,"—গুণ কর্ম্ম আচার প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিভাগ হইতে পারে না। ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। আচারাদি দ্বারা বর্ণ-বিভাগ কেন হইতে পারে না এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ভট্টপাদ বলিয়াছেন —"সিদ্ধানাং হি ব্রাহ্মণাদীনাং আচারা বিধীয়ন্তে, তত্র ইতরেতরাশ্রয়ো ভবেৎ। ব্রাহ্মণাদীনামাচারঃ, তদ্বশেন ব্রাহ্মণাদয় ইতি"। ইহার অভিপ্রায়—জন্মসিদ্ধ ব্রাহ্মণাদিকে অপেক্ষা করিয়াই তাহাদের আচার শাস্ত্রে বিহিত হইয়া থাকে। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণ মুপনয়ীত," "ব্রাহ্মণোঽগ্নীন্ আদধীত," "ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদো ঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি, জন্মসিদ্ধ ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিয়াই তাহার কর্ত্তব্য আচারাদির বিধান করিয়াছেন। আচারনিমিত্ত ব্রাহ্মণাদি বিভাগ স্বীকার করিলে "ইতরেতরাশ্রয়" দোষ হইবে। ব্রাহ্মণ সিদ্ধ থাকিলে তাহার আচারানুষ্ঠানে অধিকার হইবে। আচারানুষ্ঠান করিলে সে ব্রাহ্মণ হইবে। আচার করিলে ব্রাহ্মণ হইবে, ব্রাহ্মণ হইলে আচার করিবে এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষ হইবে। অপর তিনবর্ণ সম্বন্ধেও প্রদর্শিতরূপে "অন্যোন্যাশ্রয় দোষ" হইবে। ততঃপর ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"য এব শুভাচারকালে ব্রাহ্মণঃ পুনরশুভাচারকালে শূদ্র ইত্যনবস্থিতত্বম্"। ইহার অভিপ্রায়—এই জন্মের গুণ, কর্ম্ম, আচারাদি-দ্বারা এই জন্মের বর্ণবিভাগ স্বীকার করিলে, কোন ব্যক্তি যখন শুভাচরণ

করে, তখন সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, আবার সেই ব্যক্তিই যখন অশুভাচরণ করে তখন সে শূদ্র, এইরূপে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অনবস্থিত হইয়া পড়িবে। একদিনের মধ্যে একই ব্যক্তি, দুই ঘণ্টার জন্য ব্রাহ্মণ আবার দুই ঘণ্টার জন্য ক্ষত্রিয়, আবার দুইঘণ্টার জন্য বৈশ্য বা শূদ্র হইয়া পড়িবে। এইরূপে বর্ণবিভাগ দ্রুত পরিবর্ত্তন শীল হওয়ায় অনবস্থিত হইয়া পড়িবে এবং বর্ণোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই হইতে পারিবে না। ততঃ পর ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"তথা একেনৈব প্রযত্নেন পরপীড়ানুগ্রহাদি কূর্ব্বতাং যুগপদ্ ব্রাহ্মণত্বাব্রাহ্মণত্ববিরোধঃ"। যখন কোন ব্যক্তির একটি কর্ম্মদ্বারা কতকগুলি লোক অনুগৃহীত হয় ও কতকগুলি লোক নিগৃহীত হয়, তখন অনুগ্রহ-নিগ্রহকর একই কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া একই পুরুষে একই সময়ে ব্রাহ্মণত্ব অব্রাহ্মণত্ব রূপ বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশের আপত্তি হইবে। ততঃ পর ভট্টপাদ বলিয়াছেন—"এতাভি রূপপত্তিভিস্বয়ং প্রতিপাদ্যতে ন তপআদীনাং সমুদায়ো ব্রাহ্মণ্যং, ন তজ্জনিতঃ সংস্কারঃ, ন তদভিব্যঙ্গ্যা জাতিঃ, কিং তর্হি মাতাপিতৃজাতিজ্ঞানাভিব্যঙ্গ্যা প্রত্যক্ষ-সমধিগম্যা।

ইহার অভিপ্রায়—প্রদর্শিত এই সমস্ত উপপত্তিদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে তপস্যা, বিদ্যা প্রভৃতি গুণ কর্ম্মের সমুদায়ই ব্রাহ্মণ্য নহে, এবং গুণ কর্ম্মাদি জনিত সংস্কারও ব্রাহ্মণ্য নহে। এইরূপ ব্রাহ্মণত্বজাতি গুণকর্ম্মাভিব্যঙ্গ্যও নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণত্বজাতি, মাতা পিতার জাতিজ্ঞানাভিব্যঙ্গ্য এবং প্রত্যক্ষ-সমধিগম্য। এইরূপ ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। গুণ কর্ম্মের সমুদায়কে ব্রাহ্মণ্য বলিলে যখনই যে কোন একটি গুণের ন্যূনতা হইবে, তখনই সমুদায় থাকিবে না বলিয়া পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণত্ব অব্যবস্থিত হইয়া পড়িবে, এজন্য গুণ কর্ম্মাদির সমুদায় ব্রাহ্মণ্য হইতে পারে না। সমুদায়—সমুদায়ী হইতে অতিরিক্ত [illegible] না থাকিলে সমুদায় থাকে না।

ততঃ পর ভট্টপাদ বলিয়াছেন—তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তেনৈব ন্যায়েন বর্ণ-বিভাগে ব্যবস্থিতে "মাসেন শূদ্রো ভবতি" ইত্যেবমাদীনি কর্ম্মনিন্দা-বচনানি। অথবা বর্ণত্রয়-কর্ম্মহানি-প্রতিপাদনার্থানীতি বক্তব্যম্। ইহার ভাবার্থ—প্রদর্শিত অনুপপত্তিগুলি হয় বলিয়া, গুণ কর্ম্ম আচারাদির সমুদায়ই ব্রাহ্মণ্য হইতে পারিবে না। এজন্য পূর্ব্ব প্রদর্শিত ন্যায়ানুসারে জন্মদ্বারাই বর্ণবিভাগ ব্যবস্থিত হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে "মাসেন শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ" এইরূপ বলা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে—ক্রমিক তিনদিন দুগ্ধ বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শাস্ত্রবাক্যদ্বারা ব্রাহ্মণের দুগ্ধ বিক্রয় নিন্দিত কর্ম্ম ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অথবা 'ব্রাহ্মণঃ শূদ্রো ভবতি' এইরূপ যে বলা হইয়াছে, ইহার অর্থ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের কর্ম্ম হইতে দুগ্ধ-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দুগ্ধবিক্রেতা ব্রাহ্মণের তিন-বর্ণের কর্ম্মে অধিকার থাকে না বলিয়াই চতুর্থ বর্ণ শূদ্র হইয়া থাকে বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব জাতিযুক্ত শরীরে শূদ্রত্ব জাতি সমবেত হয়, এইরূপ উক্ত বচনের অর্থ নহে। কোন জাতিযুক্ত ব্যক্তিতে বিরুদ্ধ জাতির সমবায় হইতে পারে না।

জন্মদ্বারা বর্ণ ব্যবস্থাই একমাত্র বর্ণব্যবস্থা অন্য কোনরূপে বর্ণ-ব্যবস্থা হইতে পারেনা, ইহা শবর স্বামী ও ভট্টপাদের উক্তিদ্বারা প্রদর্শিত হইল।

ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নও জন্মদ্বারাই বর্ণব্যবস্থা হয় একথা স্বীকার করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের ১।২।১৩ সূত্রের ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে—"অহো খল্বসৌ ব্রাহ্মণো বিদ্যাচরণ-সম্পন্ন ইত্যুক্তে কশ্চিদাহ সম্ভবতি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পদিতি। অস্য বচনস্য বিঘাতো হর্থবিকল্পোপপত্ত্যা অসদ্ভূতার্থকল্পনয়া ক্রিয়তে, যদি ব্রাহ্মণে বিদ্যাচরণসম্পৎ সম্ভবতি, ব্রাত্যেহপি সম্ভবেৎ, ব্রাত্যোহপি

ব্রাহ্মণঃ। সোঽপ্যস্তু বিদ্যাচরণসম্পন্ন ইতি। যদ্বিবক্ষিতমর্থমাপ্নোতি চাত্যেতি চ তদতিসামান্যং যথা ব্রাহ্মণত্বং বিদ্যাচরণসম্পদং ক্বচিদাপ্নোতি ক্বচিদত্যেতি। সামান্যনিমিত্তং ছলং সামান্যচ্ছলম্। ইহার অভিপ্রায় ভাষ্যকার ন্যায়সূত্রোক্ত সামান্যছলের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণত্ব জাতি জন্মাভিব্যঙ্গ্য, কিন্তু বিদ্যা, তপ, সমুদায় রূপ নহে, এইজন্য ব্রাহ্মণ বিদ্যা এবং তপস্যা যুক্তও হইতে পারে বিদ্যা তপস্যা রহিতও হইতে পারে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও জন্মদ্বারা বর্ণব্যবস্থা স্বীকার করিয়াই উক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থাই ব্যাকরণ সম্মত।

আমরা এই প্রবন্ধে জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থাই যে শাস্ত্র-সম্মত ও যুক্তি-সিদ্ধ তাহা বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শন করিলাম, জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা, জন্মান্তরসিদ্ধি সাপেক্ষ বলিয়া জন্মান্তরও যে শাস্ত্রসিদ্ধ তাহাও প্রদর্শন করিয়াছি, সম্প্রতি জন্মদ্বারা বর্ণব্যবস্থাপ্রবন্ধের উপসংহারে ব্যাকরণ-দ্বারাও যে জন্মানুসারিণী বর্ণব্যবস্থাই সিদ্ধ হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

আমরা পাণিনি ব্যাকরণে দেখিতে পাই যে "রাজন্য" শব্দ ও "ক্ষত্রিয়" শব্দ অপত্যার্থক প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। "রাজশ্বশুরাদ্ যৎ" ৪।১।১৩৭ পাং সূত্র, এই সূত্রের কাশিকা বৃত্তিতে বলা হইয়াছে "রাজন্ শ্বশুর শব্দাভ্যাং অপত্যে যৎপ্রত্যয়ো ভবতি" রাজন্যঃ, শ্বশুর্য্যঃ। "রাজ্ঞোঽপত্যে জাতিগ্রহণং" (বার্ত্তিকম্) রাজন্যো ভবতি ক্ষত্রিয়-শ্চেৎ। রাজনোঽন্যঃ। ইহার অর্থ রাজন্ শব্দের পরে অপত্যার্থে যৎ-প্রত্যয় হয়। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—ক্ষত্রিয় জাতি বুঝাইলে

রাজন্ শব্দের পরে যৎ প্রত্যয় হইয়া 'রাজন্য' পদ নিষ্পন্ন হয়। জাতি না বুঝাইলে রাজন্ শব্দের পরে যৎ প্রত্যয় হইবেনা। যেমন রাজ্ঞো ঽপত্যং রাজনঃ। এস্থলে যৎ প্র্যত্যয় হইল না। রাজনঃ এই পদটি ক্ষত্রিয় জাতির বোধক নহে, কেবল রাজার অপত্য মাত্রেরই বোধক। রাজার বৈশ্যা বা শূদ্রা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্র, ক্ষত্রিয়জাতি নহে বলিয়া তাহাকে রাজন্য বলা যাইতে পারে না, সে রাজন হইবে।

ইতঃপর পাণিনি ব্যাকরণে আর একটি সূত্র পঠিত হইয়াছে—"ক্ষত্রাদ্ ঘঃ"। ৪।১।১৩৮ পা, সূত্রং এই সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে বলা হইয়াছে—ক্ষত্রশব্দাদপত্যে ঘঃ প্রত্যয়ো ভবতি, ক্ষত্রিয়ঃ। অয়মপি জাতিশব্দ এব। ক্ষাত্রিরন্যঃ। ইহার অভিপ্রায়—ক্ষত্র শব্দের পরে অপত্যার্থে ঘ প্রত্যয় হয় এবং ঘ প্রত্যয় করিয়া ক্ষত্রিয় এই পদটি নিষ্পন্ন হয়। এই ক্ষত্রিয়শব্দ জাতিবাচক। ক্ষত্রিয়জাতি না বুঝাইলে "ক্ষাত্রিঃ" এইরূপ পদ হইবে। ক্ষত্রিয়ঃ পদ হইবে না।

পাণিনি ব্যাকরণে আরও একটি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—"ব্রাহ্মো জাতৌ" ৬।৪।১৭১ পা॰ সূত্রং। এই সূত্রের কাশিকাবৃত্তিতে বলা হইয়াছে—অপত্যে জাতাবপি ব্রহ্মণ টি লোপো ন ভবতি, ব্রহ্মণোঽপত্যং ব্রাহ্মণঃ। ইহার অভিপ্রায়—ব্রহ্মন্ শব্দের পর অপত্যার্থে "অণ্" প্রত্যয় করিয়া জাতি বুঝাইলে ব্রাহ্মণঃ এই পদ নিষ্পন্ন হয়। জাতি না বুঝাইলে ব্রহ্মন্ শব্দের টির লোপ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মন্ শব্দের অন্ ভাগের লোপ হইবে, এবং অণ্ প্রত্যয়ও হইবে না। যেমন ব্রাহ্মী ওষধিঃ, ব্রাহ্মং বস্ত্রং, ব্রাহ্মং হবিঃ। এই পাণিনিসূত্রগুলি আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট প্রতীত হয় যে—রাজন্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই পদগুলি অপত্যার্থক তদ্ধিত প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং পদগুলি জাতিবাচক। রাজন্ ও ক্ষত্র শব্দও ক্ষত্রিয় জাতিকে বুঝায়। যেমন "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত" এই শ্রুতিতে রাজন্

শব্দ ক্ষত্রিয় জাতির বাচক। এই কথা মীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয়-অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের দ্বিতীয় অধিকরণে (অবেষ্ট্যধিকরণে) নিরূপিত হইয়াছে। অবেষ্ট্যধিকরণে বলা হইয়াছে যে "পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্" পা° সূ° ৫।১।১২৮। এই সূত্রানুসারে রাজন্‌শব্দে যক্ প্রত্যয় করিয়া রাজ্যপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রাজ্ঞো ভাবঃ কর্ম্ম বা রাজ্যম্। কিন্তু রাজ্য আছে বলিয়া রাজা নহে। রাজ্য-শব্দ, হইতে রাজা পদ নিষ্পন্ন হয় নাই। রাজ্যসম্বন্ধের পূর্ব্বেই রাজা সিদ্ধ আছে। এজন্য রাজন্ শব্দ ক্ষত্রিয় জাতির বোধক। রাজন্-শব্দ পুরোহিতাদিগণের অন্তর্গত। "রাজানমভিষেচয়েৎ" এই শাস্ত্র-দ্বারাও অভিষেকের পূর্ব্বেই রাজা সিদ্ধ আছে জানা যায়। এবং "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ"। কঠ° উ° ১।২।২৪ এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম ক্ষত্র শব্দ দ্বারা ব্রাহ্মণ জাতির ও ক্ষত্রিয়জাতির প্রতি-পাদন করা হইয়াছে। সুতরাং পাণিনি সূত্রানুসারেও ব্রাহ্মণ মাতা-পিতা হইতে উৎপন্ন অপত্যই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন অপত্যই ক্ষত্রিয় ও রাজন্য হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় মাতাপিতা-হইতে উৎপন্ন অপত্য, ব্রাহ্মণপদ-প্রতিপাদ্য হইতে পারে না, এবং ব্রাহ্মণ মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন অপত্যও ক্ষত্রিয়পদ-প্রতিপাদ্য হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তকৌমুদীতে—"রাজশ্বশুরাদ্ যৎ" এই সূত্রে যে বার্ত্তিকসূত্র বলা হইয়াছে, তাহা—রাজ্ঞো জাতাবেবেতি বাচ্যং এইরূপ। কাশিকাতে এই বার্ত্তিকসূত্রটি—রাজ্ঞোঽপত্যে জাতিগ্রহণং, এইরূপ বলা হইয়াছে - উভয় স্থানেই বার্ত্তিকসূত্রের কোন অর্থভেদ নাই। প্রদর্শিত বার্ত্তিক সূত্রদ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে রাজার অসবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন অপত্য, রাজন্য পদ প্রতিপাদ্য হইবে না, কিন্তু রাজনপদ-প্রতিপাদ্য [illegible]

সিদ্ধান্তকৌমুদীর তত্ত্ব-বোধিনীটীকাতে বলা হইয়াছে যে—বার্ত্তিক-সূত্রে যে 'জাতাবেব' বলা হইয়াছে তাহার অর্থ,—প্রকৃতিপ্রত্যয়সমুদায়েন জাতিশ্চেদ্ বাচ্যা ইত্যর্থঃ। রাজন প্রকৃতি ও যৎ প্রত্যয়। এই প্রকৃতি ও প্রত্যয় সমুদায়দ্বারা রাজন্য পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, রাজন্যপদ ক্ষত্রিয়-জাতিকে বুঝায়।

অতঃপর তত্ত্ববোধিনীতে বলা হইয়াছে—প্রত্যয়স্তু অপত্যে এব। মাত্র অপত্য অর্থে যৎ প্রত্যয় হইয়াছে, এজন্য রাজন্য পদ, পঙ্কজাদি-পদের মত যোগরূঢ় বুঝিতে হইবে।

"ক্ষত্রাদ্ ঘঃ" ৪।১।১৩৮ পা০ সূ০। এই সূত্রের সিদ্ধান্তকৌমুদীতে বলা হইয়াছে—জাতাবিত্যেব, ক্ষাত্রিরন্যঃ। কাশিকাকার যাহা বলিয়াছেন, কৌমুদীকারও তাহাই বলিয়াছেন। ক্ষত্রের অসবর্ণাস্ত্রীতে উৎপন্ন অপত্য ক্ষত্রিয়পদ-প্রতিপন্ন হইবে না। যে কোন বর্ণের অপত্য ক্ষত্রিয়পদ-প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। "ব্রাহ্মোঽজাতৌ" পা০সূ০ ৬।৪।১৭১। কাশিকাতে এই সূত্রে জাতৌ এই পাঠ করা হইয়াছে। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে অকারের প্রশ্লেষ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে এই সূত্রদ্বারা নিষ্পন্ন ব্রাহ্মণ পদের অর্থের কোন ভেদ হয় নাই। কৌমুদীকার বলিয়াছেন—"অপত্যে জাতৌ অণি ব্রহ্মণষ্টিলোপো ন স্যাৎ, ব্রহ্মণোঽপত্যং ব্রাহ্মণঃ। অপত্যে কিং ব্রাহ্মী ওষধিঃ। কাশিকাকার ব্রাহ্মণ পদের যে অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন কৌমুদীকারও তাহাই করিয়াছেন। গুণকর্ম্মানু-সারে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলিলে প্রদর্শিত পাণিনি সূত্রগুলি নিরর্থক হইয়া পড়িবে। যে কোন বর্ণের অপত্য, বহুসদ্‌গুণ সম্পন্ন হইলেও ব্রাহ্মণপদ-প্রতিপাদ্য বা ক্ষত্রিয়পদ-প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের সবর্ণাস্ত্রীতে উৎপন্ন অপত্যই ব্রাহ্মণপদপ্রতিপাদ্য হইবে। ব্রাহ্মণপদ-প্রতিপাদ্য হইতে বা ক্ষত্রিয়পদ প্রতিপাদ্য হইতে কোন গুণের বা কর্ম্মের অপেক্ষা নাই ইহাই ভগবান্ পাণিনির সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তানুসারেই

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি "নঞ্" সূত্রের মহাভাষ্যে বলিয়াছেন—তপঃশ্রুতঞ্চ যোনিশ্চ ত্রয়ং ব্রাহ্মণ্যকারকম্। তপঃশ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ॥ ২।২।৬ পা°সূ°। "তেন তুল্যং ক্রিয়া চেদ্‌বতিঃ" ৫।১।১১৫ সূত্রের ভাষ্যেও পতঞ্জলি এই শ্লোকটী বলিয়াছেন। বোধিসত্ত্ব-দেশীয় জিনেন্দ্রবুদ্ধি, কাশিকার টীকা ন্যাস গ্রন্থে বলিয়াছেন—"জন্মনা ব্রাহ্মণবংশঃ ক্ষত্রিয়বংশঃ।" পা° সূ° ২।১।১৯

যাঁহারা মনে করেন ভারতীয় বৌদ্ধগণ জন্মদ্বারা বর্ণবিভাগ মানিতেন না, আমরা তাঁহাদের দৃষ্টি, বৌদ্ধ জিনেন্দ্রবুদ্ধির উক্তির প্রতি আকর্ষণ করি।

বেদে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ

অনেকে মনে করেন—বেদের মন্ত্রভাগে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ নাই, ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ পরবর্ত্তিকালে মনুষ্যকল্পিত। তাঁহাদের এই উক্তির সমুচিত উত্তর, জন্মানুসারী বর্ণব্যবস্থা প্রদর্শন করাতেই হইয়াছে। শ্রুতি ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উল্লেখ করিয়াই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তি বলিয়াছেন। যাঁহারা বেদের মন্ত্রভাগের আলোচনার সুযোগ পান না তাঁহাদের—বর্ণবিভাগ মনুষ্যকল্পিত এরূপ ভ্রান্তি হইতে পারে। তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে—বেদের মন্ত্রভাগে বস্তুতঃই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উল্লেখ নাই। তাঁহাদের সেই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য আমরা বেদের মন্ত্রভাগ হইতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের এবং উভয়বর্ণের মিশ্রণে উৎপন্ন সঙ্কীর্ণ জাতির উল্লেখ প্রদর্শন করিব।

ঋক্ সংহিতায় ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উল্লেখ—

১। ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রতো—১।১।১৯।১

ব্রহ্মাণো—ব্রাহ্মণাঃ ইতি সায়ণঃ।

২। ব্রহ্মা চকার বর্ধনম্—১।৫।২৯।১
ব্রহ্মা—ব্রাহ্মণঃ ইতি সায়ণঃ।

৩। মম দ্বিতা রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্য—৩।৭।১১।১
ক্ষত্রিয়স্য—ক্ষত্রিয়জাত্যুৎপন্নস্য—ইতি সায়ণঃ।

৪। গ্রাব্ণো ব্রহ্মা যুযুজানঃ—৪।২।১৩।৮
ব্রহ্মা—ব্রাহ্মণঃ ইতি সায়ণঃ।

৫। ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ—৫।১।২১।৮
ব্রাহ্মণাসো—হে ব্রাহ্মণাঃ ইতি সায়ণঃ।

৬। ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ—৫।৭।২।১
ব্রতচারিণঃ—ব্রতং সংবৎসরসত্রাত্মকং কর্ম্ম আচরন্তো ব্রাহ্মণাঃ
—ইতি সায়ণঃ।

৭। ব্রাহ্মণাসো অতিরাত্রে—৪।৭।৪।৭
ব্রাহ্মণাসো—ব্রাহ্মণাঃ ইতি সায়ণঃ।

৮। ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনঃ—৫।৭।৪।৮
সোমিনঃ সোমযুক্তা ব্রাহ্মণাসঃ ব্রাহ্মণা ইব—ইতি সায়ণঃ।

৯। ন ক্ষত্রিয়ং মিথুয়া ধারয়ন্তম্—৫।৭।৭।১৩
যথা ক্ষত্রিয়ং মিথুয়া মিথ্যাভূতং বচনং ধারয়ন্তং মিথ্যাবাদিনম্
—ইতি সায়ণঃ।

১০। যৎ পঞ্চ মানুষান্ অনু—৫।৮।৩০।২
পঞ্চবিধা মনুষ্যাঃ—নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণাঃ ইতি সায়ণঃ;

১১। ন নূনং ব্রহ্মণামৃণম্—৬।৩।৪।১৬
ব্রহ্মণাং—ব্রাহ্মণানাম্ ঋণং—দেবঋণম্—ইতি সায়ণঃ।

১২। ব্রহ্মাণস্ত্বা বয়ং যুজা—৬।১।১৩।৩
হে ইন্দ্র! ব্রহ্মাণো ব্রাহ্মণা বয়ং ত্বা—ত্বাং যুজা—যোগ্যেন
স্তোত্রেণ—ইতি সায়ণঃ।

১৩। ব্রহ্ম জিন্বত মুত জিন্বতং ধিয়ো—৬।৩।১৬।১৬

হে অশ্বিনৌ যুবাং ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণং জিন্বতং—প্রীণয়তম্—ইতি সায়ণঃ।

১৪। প্রেদং ব্রহ্ম বৃত্রতূর্য্যেষ্—৬।৩।১৯।১

ইদং ব্রহ্ম—ইমান্ ব্রাহ্মণান্—ইতি সায়ণঃ।

১৫। যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশা—৬।৪।২৫।৭

পাঞ্চজন্যয়া—নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারোবর্ণাঃ পঞ্চজনা স্তত্র ভবয়া বিশা —প্রজয়া ইতি সায়ণঃ।

১৬। যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণস্তং রাজন্ পারয়ামসি—৮।৫।১২।২২

যস্মৈ রুগ্নায় ব্রাহ্মণঃ ওষধিসামর্থ্যজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ কৃণোতি—করোতি চিকিৎসাম্ ইতি সায়ণঃ।

ইদং মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে শ্রিয়মশ্নুতাম্। ময়ি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাম্। শুক্লযজুঃসংহিতা ৩২।১৬। মহীধরভাষ্য—ব্রাহ্মণজাতিঃ ক্ষত্রিয়জাতিঃ উভে ব্রহ্মক্ষত্রে মে মম শ্রিয়মশ্নুতাম্।

রুচং নো ধেহি ব্রাহ্মণেষু রুচং রাজসু ন স্কৃধি।

রুচং বিশ্যেষু শূদ্রেষু ময়ি ধেহি রুচা রুচম্॥

শুক্লযজুঃ সংহিতা ১৮।৪৮ মন্ত্র, তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫।৬।৭

এই ঋক্ মন্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ সুস্পষ্ট। এই মন্ত্রে বৈশ্য জাতিকে বিশ্য পদের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই মন্ত্রদ্বারা সমস্ত-বর্ণের দীপ্তি কল্যাণ প্রভৃতি কামনা করা হইয়াছে।

ব্রহ্মাণস্ত্বা বয়ং যুজা সোমপামিন্দ্রসোমিনঃ সুতাবন্তো হবামহে। ঋক্‌সংহিতা ৬।১।২৩ বর্গ। সায়ণভাষ্য—হে ইন্দ্র ব্রহ্মাণঃ ব্রাহ্মণাঃ বয়ম্ ত্বা ত্বাং যুজা যোগ্যেন স্তোত্রেণ হবামহে আহ্বয়ামহে।

যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।

ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায় চ।

শুক্ল যজুঃ সং ২৬।২ মন্ত্র।

মহীধর ভাষ্যং—ইমাং কল্যাণীমনুদ্বেগকরীং বাচমহং যথা যতঃ আবদানি সর্ব্বতো ব্রবীমি, দীয়তাম্ ভুজ্যতামিতি সর্ব্বেভ্যো বচ্মি। কেভ্যস্ত-দাহ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং ব্রাহ্মণায় রাজন্যায়—ক্ষত্রিয়ায় চ, শূদ্রায় অর্য্যায় বৈশ্যায় স্বায় আত্মীয়ায় অরণায় পরায়। অরণোঽপগতোদকঃ শত্রুঃ। নাস্তি রণঃ শব্দঃ যেন সহ বাক্সম্বন্ধরহিতঃ শত্রুরিতি বা। যতোঽহম্ ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কল্যাণীং বাচং বদামি তথা ততোঽহম্ প্রিয়ঃ ভূয়াসম্।

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, এই মন্ত্র দ্বারা চতুর্ব্বর্ণের বেদাধিকার উক্ত হইয়াছে—ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তি মাত্র। "ইমাং বাচং কল্যাণীম্ আবদানি জনেভ্যঃ" এই মন্ত্রাংশ দ্বারা চতুর্বর্ণকে বেদ প্রদানের কথা বলা হয় নাই। ইমাং পদ দ্বারা বেদরূপ বাক্যকে নির্দ্দেশ করা যায় না। কারণ এই মন্ত্রটির পূর্ব্বমন্ত্রে বা পরমন্ত্রে বেদের কোনও উল্লেখ নাই। ইমাং বাচম্ এই মন্ত্রভাগের অর্থ যাহা হইবে তাহা আমরা মহীধর ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম। এই মন্ত্রের উবট ভাষ্যেও বলা হইয়াছে যে, যথা ইমাং বাচম্ কল্যাণীম্ অনুদ্বেজিনীম্ দীয়তাং ভুজ্যতামিত্যেবমাদিকাম্। উবট ভাষ্যে ও মহীধর ভাষ্যে 'ইমাং বাচম্' এই মন্ত্রভাগের একই অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ এই মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশে যাহা বলা হইয়াছে ভাষ্যকারগণ তাহাই বলিয়াছেন।

প্রিয়ং মা দর্ভ কৃণু ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ। যস্মৈ চ কাময়ামহে সর্ব্বস্মৈ চ বিপশ্যতে॥ অথর্ব্ব সংহিতা ১৯ কাণ্ড ৪ অনুবাক ৩২ সূক্ত ৮ মন্ত্র।

অথর্ব্ব সংহিতার এই ঋক্ মন্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। এই মন্ত্রেও অর্য্য পদদ্বারা বৈশ্য বর্ণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পূর্ব্ব মন্ত্রের মহীধর ভাষ্যে অর্য্যপদ যে বৈশ্যের বাচক তাহা বলা হইয়াছে।

শুক্লযজুঃ সংহিতার ত্রিশ অধ্যায়ে পুরুষমেধ বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের পঞ্চম মন্ত্র হইতে পুরুষমেধ প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চম-মন্ত্রের মহীধর ভাষ্যে বলা হইয়াছে—অতঃপরম্ পুরুষমেধকাঃ পশবঃ আ অধ্যায় সমাপ্তেঃ। এই মন্ত্র হইতে অধ্যায় পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত সমস্ত-মন্ত্রগুলিতে পুরুষমেধে বিনিযুক্ত পশু সমূহ বলা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ এবং সঙ্কর জাতিগুলির নাম ও নানাবিধ শিল্পিগণের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই অধ্যায় হইতে কিঞ্চিদংশ উদ্ধৃত করিয়া বেদের মন্ত্রভাগে নানাবর্ণের উল্লেখ যে সুস্পষ্ট রহিয়াছে তাহা প্রদর্শন করিব। ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রায় রাজন্যং মরুদ্ভ্যো বৈশ্যং তপসে শূদ্রং তমসে তস্করং নারকায় বীরহণং পাপ্মনে ক্লীবমাক্রয়ায় অয়োগূং কামায় পুংশ্চলূমতিক্রুষ্টায় মাগধম্। ৫।

এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ এবং ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে বৈশ্য হইতে উৎপন্ন প্রতিলোম সঙ্কর মাগধ জাতির উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ মন্ত্রে সূত জাতির উল্লেখ আছে। যথা—'নৃত্তায় সূতম্'। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন প্রতিলোম জাতিকে সূত বলা হয়। এই মন্ত্রেই রথকার এবং সূত্রধর জাতির উল্লেখ আছে। যথা—'মেধায়ৈ রথকারম্, ধৈর্য্যায় তক্ষাণম্'। করণ স্ত্রীর গর্ভে মাহিষ্য পুরুষ হইতে উৎপন্ন জাতিকে রথকার বলে এবং সূত্রধরকে তক্ষা বলে। মহীধর ভাষ্যে 'তক্ষাণং সূত্রধারম্' এইরূপ বলা হইয়াছে।

সপ্তম মন্ত্রে কুলাল, কর্মকার, মণিকার প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। যথা—'তপসে কৌলালম্, মায়ায়ৈ কর্মারম্, রূপায় মণিকারম্' এই মন্ত্রগুলিতে চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত পদগুলি দেবতা বাচক এবং দ্বিতীয়া-বিভক্তিযুক্ত পদগুলি, মনুষ্য জাতি বিশেষের বাচক। শুক্ল যজুঃসংহিতার ষোড়শ অধ্যায় রুদ্রাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। এই অধ্যায়ের সাতাশমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে 'নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমঃ। নমঃ

কুলালেভ্যঃ কর্মারেভ্যশ্চ বো নমঃ।' এই মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর ও উবট বলিয়াছেন—তক্ষাণঃ শিল্পজাতয়ঃ; রথং কুর্ব্বন্তি ইতি রথকারাঃ সূত্রধারবিশেষাঃ, কুলালাঃ কুম্ভকারাঃ, কর্মারাঃ লোহকারাঃ।

শুক্লযজুঃ সংহিতার এই ত্রিশ অধ্যায়ের অষ্টম মন্ত্রে নিষাদ এবং বিদলকারী জাতির নির্দ্দেশ আছে। বাঁশের চাঁচ তুলিয়া যাহারা পাত্র নির্মাণ করে তাহাদিগকে বিদলকার বলে। এই জাতীয় স্ত্রীকে বিদলকারী বলে। যথা—'ঋক্ষিকাভ্যঃ নৈষাদম্, পিশাচেভ্যঃ বিদলকারীম্।' একাদশমন্ত্রে হস্তিপ, অশ্বপ, গোপ, অবিপাল, অজাপাল, সুরাকার প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। যথা—অর্মেভ্যো হস্তিপম্, জবায়াশ্বপম্ পুষ্ট্যৈ গোপালম্, বীর্য্যায়াবিপালম্, তেজসে অজাপালম্,......কীলালায় সুরাকারম্। দ্বাদশ মন্ত্রে রজক ও বস্ত্ররঞ্জনকারিণীর উল্লেখ আছে। যথা—'মেধায় বাসঃ পল্পুলীম্, প্রকামায় রজয়িত্রীম্।' ইহার মহীধর ভাষ্যে বলা হইয়াছে—বাসঃ পল্পুলীম্—বাসসাং প্রক্ষালনকর্ত্তারম্। পল্পুল—প্রক্ষালনচ্ছেদনয়োঃ। রজয়িত্রীম্ বস্ত্রাণাম্ রঙ্গকারিণীং নারীম্।

শুক্লযজুঃসংহিতার এই ত্রিশ অধ্যায় আলোচনা করিলে ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রায় সমস্ত জাতির উল্লেখ পাওয়া যাইবে। যাঁহারা মনে করেন বেদের মন্ত্রভাগে জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা নাই, নানাবর্ণের উল্লেখ নাই, তাঁহারা শুক্লযজুঃ সংহিতার এই ত্রিশ অধ্যায়টি মাত্র আলোচনা করিলেই আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও এই পুরুষমেধ আম্নাত হইয়াছে। শুক্লযজুঃসংহিতার পুরুষমেধে যে সমস্ত জাতির উল্লেখ আছে, তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও অবিকল তাহাই আছে। ঋক্ সংহিতা হইতে ও অথর্ব্ব সংহিতা হইতে পূর্ব্বেই আমরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উল্লেখ ও তাহার সৃষ্টি দেখাইয়াছি। বেদের সমস্ত সংহিতা ভাগ ও

ব্রাহ্মণ ভাগ আলোচনা করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ ও তাহার সৃষ্টি আরও বিস্তৃতরূপে জানা যাইবে। আমরা এই মাত্র বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

ব্যবস্থিতার্য্যমর্য্যাদঃ কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ।
ত্রয্যাহি রক্ষিতো লোকঃ প্রসীদতি ন সীদতি॥
[কৌটিল্যস্মৃতি]

জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ব্যবস্থা।

শঙ্কা সমাধান

মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত ভগবদ্গীতাপর্ব্ব। এই গীতাপর্ব্ব যদিও ভীষ্মপর্ব্বের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে প্রবৃত্ত হইযাছে। তথাপি আমরা যে গীতার অধ্যযন শ্রবণাদি করিয়া থাকি, তাহা এই ভীষ্ম-পর্ব্বের পঁচিশ অধ্যায় হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। গীতার সমস্ত ব্যাখ্যাতৃ-বৃন্দ ভীষ্মপর্ব্বের পঁচিশ অধ্যায় হইতেই ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহা গীতার প্রথম অধ্যায় বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা ভীষ্মপর্ব্বের পঁচিশ-অধ্যায়।

আমরা বেদের মন্ত্রভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছি যে, মাত্র জন্ম-দ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্যবস্থা হইতে পারে। অন্য কোনওরূপে বর্ণের ব্যবস্থা হইতে পারে না। অর্থাৎ জন্ম নিরপেক্ষভাবে কেবল [illegible] গুণকর্মাদি দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্যবস্থা হইতে পারে

না। আমরা এই প্রবন্ধে মহাভারতের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াও দেখাইয়াছি যে, জন্ম দ্বারা বর্ণের ব্যবস্থাই মহাভারতেরও প্রতিপাদ্য। গীতা মহাভারতেরই অন্তর্গত বলাই হইয়াছে। এজন্য মহাভারতে যাদৃশ-. ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে গীতায়ও তাহাই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম-বিভাগশঃ" মাত্র এই শ্লোকটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহ জন্মের গুণকর্মদ্বারাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিরূপণ হইয়া থাকে; আর ইহাই গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রায়; জন্ম দ্বারা বর্ণ ব্যবস্থা গীতাশাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে, এইরূপ ভ্রান্তি শিক্ষিত সম্প্রদায়েও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তির অপনোদনের জন্য দুই একটি কথা বলা সঙ্গত মনে করি।

আমরা বেদাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য প্রদর্শন করিয়াছি। সর্ব্বশাস্ত্রের যাহা সিদ্ধান্ত, এমন কি মহাভারতেরও যাহা সিদ্ধান্ত, মহাভারতেরই অন্তর্গত গীতাশাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত, তাহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের প্রতিকূল হইবে এইরূপ সংশয় বা ভ্রান্তি না হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি গীতার প্রদর্শিত শ্লোকটির আক্ষরিক অর্থ বুঝিতে না পারিয়া যাঁহারা এই জীবনের গুণকর্মদ্বারাই এই জীবনেই মানুষের বর্ণ নিরূপণ হইয়া থাকে এইরূপ বলেন, তাঁহাদের নিকটে আমাদের বিনম্র নিবেদন এই যে, এই গীতা শাস্ত্রেই জন্ম দ্বারা বর্ণ ব্যবস্থা বার বার বলা হইয়াছে। আমরা গীতাশাস্ত্রের সেই শ্লোকগুলির প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন যে, "স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ"—এই শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ এই যে, স্ত্রীসমূহ দুষ্টস্বভাবা হইলে অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইলে, হে বার্ষ্ণেয়, বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। স্ত্রীসমূহ ব্যভিচারিণী হইলে, বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইতে পারে এইরূপ আশঙ্কা অর্জ্জুন প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই জন্মের গুণকর্মদ্বারাই এই জন্মের বর্ণ নিরূপণ স্বীকার করিলে বর্ণসঙ্কর হইবে কিরূপে? ব্যভিচার দ্বারা যে সন্তান উৎপন্ন হইবে, সেই উৎপন্ন সন্তানের গুণকর্মের দ্বারাই তাহার বর্ণের নিরূপণ হইতে পারিবে। সুতরাং এই জন্মের গুণকর্মদ্বারাই এই জন্মের বর্ণ নিরূপণ হয় স্বীকার করিলে বর্ণসঙ্কর আকাশকুসুম হইয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ব্যতীত সূতমাগধাদি বর্ণসঙ্কর অলীকবস্তুতেই পর্য্যবসিত হইবে। এই জীবনের গুণকর্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ হইতে অতিরিক্ত বর্ণ সম্ভাবিত হইলে অনন্ত বর্ণ কল্পনা করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষেরই গুণকর্ম ভিন্নরূপ। এজন্য যত সংখ্যক হিন্দু, তত-সংখ্যক বর্ণ কল্পনা করিতে হইবে। কিন্তু শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং মুখ্যতঃ অনুলোম সঙ্কর ছয়টী ও প্রতিলোম সঙ্কর ছয়টি বলা হইয়াছে। সমস্ত সঙ্করই এই জীবনের গুণকর্ম দ্বারা কোনও না কোন বর্ণরূপে নিরূপিত হইতে পারিলে, সঙ্কর বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না। দুইটি সঙ্করের মিশ্রণেও যে সন্তান উৎপন্ন হইবে; তাহাকেও সঙ্কর বলা যাইবে না। কারণ তাহারও এই জীবনে কোনও না কোন গুণকর্ম আছে। আর তাহার দ্বারাই তাহার বর্ণ নিরূপিত হইবে। সঙ্কর বলিয়া কিছু থাকিবে না।

ব্যভিচাররূপ দুষ্কর্মে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ প্রবৃত্ত হইলে, যাঁহারা গুণ-কর্মানুসারে বর্ণ স্বীকার করেন, তাঁহারা কি সেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বলিতে পারিবেন? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের গুণকর্ম-সমূহের মধ্যে ব্যভিচারও কি একটি গুণ বা কর্ম বলিয়া গৃহীত হইবে? ব্যভিচাররত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি পদবাচ্য থাকিবে না। সুতরাং দুইটী বর্ণের ব্যভিচারই অসম্ভব হইয়া পড়িবে। [illegible]সারে বর্ণ নিরূপণ স্বীকার করিলেই এরূপ বলা যায় যে, [illegible] ব্রাহ্মণ ও পাপী ব্রাহ্মণ, ব্যভিচারী ক্ষত্রিয় ও পাপী ক্ষত্রিয়, এবং

উভয় বর্ণের সঙ্করও সম্ভাবিত হইবে। ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের পৃথক্ পৃথক্ যে চারি প্রকার গুণকর্ম্ম স্বীকার করা হইবে, তাহাদের মধ্যে ব্যভিচারও একটি থাকিতে পারে, ইহা বোধহয় কেহই স্বীকার করিবেন না। আমরা এই প্রবন্ধে ভট্টপাদের অভিপ্রায় প্রদর্শন প্রসঙ্গে এই সমস্ত কথা বিশদভাবে বলিয়াছি।

যাহাহউক, গীতার প্রথমাধ্যায়ে অর্জ্জুনের উক্তিটির আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, অর্জ্জুন জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থাই স্বীকার করিতেন। গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা স্বীকার করিলে তাঁহার কথার আর কোনও অর্থই থাকে না।

যদি বলা যায় অর্জ্জুন জন্মদ্বারা বর্ণব্যবস্থা স্বীকার করিলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা স্বীকার করিতেন না। স্বীকার করিলে, তিনি 'গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ' এইরূপ বলিলেন কিরূপে? ভগবান্ তো অর্জ্জুনের সিদ্ধান্ত মানিতে বাধ্য নহেন।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থাই গীতাতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। গীতার নবম অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, "মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।" এই শ্লোকে ভগবান্ পূর্ব্বজন্মের পাপবশতঃ জন্মলাভের কথা বলিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুসারে যে পরবর্ত্তী জন্ম হইয়া থাকে, ইহা আমরা এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। জন্মদ্বারা যদি বর্ণ না হইত, তবে ভগবান্ পাপযোনি না বলিয়া পাপকর্ম্মা বলিলেই পারিতেন।

আবার ভগবান্ গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে বলিয়াছেন "রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে"। রজোগুণের বিবৃদ্ধি অবস্থায় জীবের মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত মানুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। ভগবান্

পুনর্জন্ম স্বীকার করেন। ইহা ভগবান্ গীতাতে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। ইহাতে বোধহয় পূর্বপক্ষিগণেরও আপত্তি নাই। কিন্তু ভগবান্ বর্ণব্যবস্থা গুণকর্মানুসারেই বলেন ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য। রজোগুণের বিবৃদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে সেইমৃত ব্যক্তি পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া কর্মনিরত হয়, এইরূপ বলিলেই হইত। 'কর্মসঙ্গিষু জায়তে' ভগবান্ এইরূপ বলিলেন কেন? ভগবান্ কি এই মনে করেন যে, যেরূপ মনুষ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিবে সেই সন্তান জন্মদাতার কর্মানুরূপ কর্মই করিবে। জন্মদাতা যেরূপ আচরণ সম্পন্ন হইবেন, তাহা হইতে উৎপন্ন সন্তানও তদ্রূপই হইবে। ভগবান্ যদি এইরূপ মনে করিয়া থাকেন, তবে তো এই কথা বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণাচার সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্রিয়াচারসম্পন্ন হইয়া থাকে। ভগবান্ অন্ততঃ এস্থলে এই কথা মনে করিয়াই 'কর্মসঙ্গিষু জায়তে' এই কথা বলিয়াছেন।

গীতার ১৬ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, "তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢা জন্মনি জন্মনি"। যে সমস্ত নরাধম ক্রূর ব্যক্তি, সর্বদা পরদ্বেষকারী সেই সমস্ত নরাধমকে আমি আসুরী যোনিতে প্রেরণ করিয়া থাকি। সেই সমস্ত নরাধমগণ আসুরী যোনি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া—ইত্যাদি।

ভগবানের এই উক্তি হইতে সুস্পষ্টভাবে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, দুষ্কৃতকারী মৃত্যুর পরে দুষ্কৃতকারীর ঔরসে ও দুষ্কৃতকারিণীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করে। অশুভ কর্মের ফলভোগের জন্য অশুভ যোনি লাভ করিয়া থাকে। অশুভ কর্মের ফলভোগের জন্য অশুভ যোনি হইতে জন্মগ্রহণ, যদি ভগবানের মতে অপেক্ষিত না হইত, তবে তাঁহার "আসুরীষ্বেব যোনিষু" "আসুরীং যোনিমাপন্নাঃ" এরূপ বলিবার আবশ্যকতা হইত না।

হীনাচারসম্পন্ন হইতে গেলে হীনযোনিতে জন্মগ্রহণ আবশ্যক এবং উত্তমাচারসম্পন্ন হইতে গেলে উত্তমযোনিতে জন্মগ্রহণ আবশ্যক। এইরূপই এস্থলে ভগবানের অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এইরূপ গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন—"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্। এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥" এই শ্লোকে ভগবান্ যোগভ্রষ্ট পুরুষ মৃত্যুর পরে যোগিবংশে জন্মগ্রহণ করে এবং এই যোগিবংশে জন্মগ্রহণ অতিশ্রেষ্ঠ। অতীত জন্মের অতিমাত্র পুণ্যের ফলেই পুণ্য জীবন লাভ হয়। আর এই কথা শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ভগবান্ গীতাতে অশুভকর্মের ফলে অশুভযোনি এবং শুভকর্মের ফলে শুভযোনি লাভ হয়, ইহা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। জন্মনিরপেক্ষভাবে কেবল এই জন্মের কর্মদ্বারাই এই জন্মের বর্ণনিরূপণ হইতে পারে না, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়।

যদি বলা যায়, জন্ম দ্বারা বর্ণ ব্যবস্থা ভগবানের অভিপ্রেত হইলে তিনি গীতাতে 'গুণকর্মবিভাগশঃ' বলিলেন কিরূপে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, গীতা মহাভারত হইতে পৃথক গ্রন্থ, ইহা পূর্বপক্ষী মনেই করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে, আমাদের প্রদর্শিত শ্লোকগুলিও পূর্বপক্ষীর মতে গীতাশাস্ত্রের বহির্ভূতই হইবে। কেবল 'গুণকর্মবিভাগশঃ' শ্লোকটিই গীতার একমাত্র শ্লোক। এইজন্য আমরা 'গুণকর্মবিভাগশঃ' এই শ্লোকের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিতেছি। শ্লোকটি এই—চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। গীতা ৪।১৩। এই শ্লোকের আক্ষরিক অর্থ এই যে—গুণকর্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সৃজ্ ধাতুর অর্থ সৃষ্টি করা। এই সৃজ্ ধাতু সকর্মক। এই সৃষ্টি ক্রিয়ার কর্ম ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ এইস্থলে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতি বিশিষ্ট [illegible]

ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ঈশ্বরসৃষ্ট, মনুষ্যসৃষ্ট নহে। ইহাই এস্থলে ভগবানের কথার অভিপ্রায়। যদি ভগবান্ কর্তৃক মানুষ সৃষ্টি হওয়ার পরে, সৃষ্ট মানুষ সমূহ তাহাদের সেই জীবনের গুণকর্মদ্বারা সেই জীবনেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণরূপে পরিগণিত হইত, তবে ভগবানের এরূপ বলিতে হইত যে, আমি মাত্র মানুষই সৃষ্টি করিয়াছি। পরবর্তী কালে আমার দ্বারা সৃষ্ট মনুষ্যগণ, তাহাদের গুণকর্মদ্বারা সেই জীবনেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিরূপে জনসমাজে পরিচিত হইয়াছে। আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করি নাই। আমি কেবল মানুষই সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আমার সৃষ্ট মানুষেরাই পরবর্তীকালে তাহাদের আচরিত বিভিন্ন-গুণকর্মের দ্বারা চারিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভগবান্ তাহা বলেন নাই। গুণকর্মানুসারে আমিই ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি ইহাই বলিয়াছেন। এস্থলে সৃষ্টি ক্রিয়ার কর্ম বর্ণরহিত মানুষমাত্র নহে। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিযুক্ত মানুষ। এই উত্তম মধ্যমাদিরূপে ভগবান্ চারিবর্ণের সৃষ্টি কেন করিলেন এইরূপ শঙ্কার সমাধানের জন্যই 'গুণকর্মবিভাগশঃ' এইরূপ বলিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির পূর্বজন্মের কর্মানুসারে ও গুণানুসারে পরবর্তী জন্মে উত্তম মধ্যমাদিরূপে অর্থাৎ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণাদির সৃষ্টি আমার যদৃচ্ছা ক্রমে ঘটে নাই। তাহাদেরই পূর্বজন্মের গুণকর্মানুসারে উত্তম মধ্যমভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। উত্তমমধ্যমভাবে বিষম সৃষ্টি করায় আমার কোনও বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই। সৃজ্যমান-প্রাণিসমূহের কর্মবৈষম্যানুসারে তাহাদের জন্মবৈষম্য ঘটিয়াছে। পূর্বজন্মকৃত কর্মের বৈষম্য প্রযুক্তই পরবর্তী জন্মের বৈষম্য হইয়াছে। বিষম-কর্মকারীর বিষম সৃষ্টি না হইলে স্রষ্টারই তাহাতে [illegible] দোষের আপত্তি হইত। অপরাধীর অপরাধানুসারে বিচারক দণ্ডের [illegible] 'কঠোর' বলিয়া বিচারকের তাহাতে বিষমকারিত্বের অপবাদ

হয় না। প্রত্যুত তাহাতেই বিচারকের নিষ্পক্ষপাত সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের অন্তর্গত আজগরপর্বে অজগর-যুধিষ্ঠির-সংবাদে বর্ণব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অনেকে এই অজগর-যুধিষ্ঠির-সংবাদ হইতে দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিয়া গুণকর্ম্মানুসারী বর্ণব্যবস্থাই পূর্বে ছিল—এইরূপ মনে করেন। আমরা এই প্রবন্ধে গুণকর্ম্মানুসারী বর্ণব্যবস্থা যে হইতে পারে না, ইহা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। শাস্ত্রের কোনওস্থলে সদাচারের প্রশংসা ও দুরাচারের নিন্দা প্রসঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেও ব্রাহ্মণ পদের গৌণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই গৌণ প্রয়োগ দ্বারা বর্ণব্যবস্থা প্রদর্শিত হয় নাই কিন্তু সদাচারের প্রশংসা ও দুরাচারের নিন্দা করা হইয়াছে। যেমন অত্রিসংহিতার ২১ শ্লোকে এবং মনুসংহিতার ১০।২৯ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় "ত্র্যহেণ শূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ।" তিনদিন দুগ্ধ বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া থাকে ইহাই ইহার আক্ষরিক অর্থ। এই বাক্য দ্বারা ক্ষীরবিক্রেতা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বজাতির উচ্ছেদ ও শূদ্রত্ব জাতির উৎপত্তি বলা হয় নাই। কিন্তু ক্ষীরবিক্রয় কার্য্য ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি-নিন্দিত ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই নিন্দিত কার্য্যে ব্রাহ্মণ প্রবৃত্ত না হউক এজন্য ক্ষীরবিক্রেতা ব্রাহ্মণকে শূদ্র পদ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণে শূদ্রপদ গৌণী বৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়াছে। যে পদের বাচ্য অর্থের গুণ বা কর্ম, সেই পদের অবাচ্য অর্থেও থাকিলে সেই পদের অবাচ্য অর্থেও সেই পদের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে। যেমন সিংহপদের বাচ্য অর্থ পশুবিশেষের প্রায়িক শৌর্য্যাদিগুণ কোন মানুষে থাকিলে সেই মানুষেও সিংহ পদের গৌণ প্রয়োগ হইয়া থাকে। এইরূপ শূদ্র পদের বাচ্য অর্থ শূদ্রপুরুষে ক্ষীরবিক্রয়াদি কর্ম, কোন ব্রাহ্মণে থাকিলে সেই ব্রাহ্মণেও শূদ্রপদের গৌণ প্রয়োগ

হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের ক্ষীরবিক্রয়াদি কর্ম নিন্দিত ইহাই এই বচনের অভিপ্রায়। আরও কথা এই যে, নিন্দিত কর্মের আচরণ করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণোচিত কর্মে অধিকার থাকে না, ইহাও এই অত্রি ও মনুবাক্যের অভিপ্রায়। আর এই কথা আমরা ভট্টপাদ কুমারিলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। এইরূপ মহাভারতের অজগর-সংবাদে যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে বলা হইযাছে "ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ। যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ। যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ।" ইহার আক্ষরিক অর্থ এই যে, শূদ্রও শূদ্র নহে, ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে। সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংসতা, অহিংসা, দয়া প্রভৃতি ব্রাহ্মণের গুণ যাহা এই অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণোচিত গুণ যাহাতে থাকিবে, হে সর্প, তাহাকে ব্রাহ্মণ জানিবে এবং উক্ত গুণগুলি যে ব্রাহ্মণে থাকিবে না তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে। এই সমস্ত কথাগুলি আলোচনা করিলে সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, সত্য, দান, অক্রোধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগুণেরই প্রশংসা কবা হইয়াছে। ২৫ শ্লোকে যে বলা হইয়াছে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে শূদ্র শূদ্র নহে এই বাক্যের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিলে ব্যাঘাত দোষই হইবে। যেমন "ঘটো ন ঘটঃ" এই বাক্যটি ব্যাঘাত দোষ দুষ্ট। যেমন লোক-ব্যবহারে বলা হয় "এই লোকটি অমানুষ" ইহার অর্থ এরূপ নহে যে এই লোকটিতে মনুষ্যত্ব জাতি নাই এবং মনুষ্যত্ব জাতির ব্যঞ্জক করচরণাদিও নাই। কিন্তু হীন কার্য্য করায় এই লোকটি প্রশস্ত মনুষ্য নহে।" "শূদ্রো ন শূদ্রঃ" "ব্রাহ্মণো ন ব্রাহ্মণঃ" ইত্যাদি প্রদর্শিত-বাক্যে প্রথম শূদ্র পদ ও দ্বিতীয় শূদ্র পদের অর্থ কি হইবে? এইরূপ প্রথম ব্রাহ্মণ পদ ও দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে পদের অর্থ কি হইবে? প্রথম [illegible] পদেরও যে অর্থ দ্বিতীয় শূদ্র পদেরও সেই অর্থ হইলে ব্যাঘাত [illegible] যেমন "ঘটো ন ঘটঃ" এই বাক্য ব্যাহতার্থকই হইয়া থাকে।

এজন্য প্রথম শূদ্র পদের অর্থ জন্ম দ্বারা যে শূদ্র অর্থাৎ শূদ্র মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন যে পুরুষ, তাহাতেও সত্য, দান, অক্রোধ প্রভৃতি গুণ থাকিলে তাহাকে আর নিকৃষ্ট বলা যাইতে পারে না। উৎকৃষ্টগুণ-সম্বন্ধ দ্বারা তাহার উৎকর্ষ সিদ্ধ হইবে। 'নশূদ্রঃ' ন হীনকর্মা এইরূপ অর্থ হইবে। জন্মানুসারে বর্ণ স্বীকার করিয়াই উক্ত বাক্যে প্রথম শূদ্র পদের ও প্রথম ব্রাহ্মণ পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহা না হইলে ব্রাহ্মণোচিত গুণযুক্ত শূদ্রকে শূদ্রপদ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইত না। এবং গুণহীন ব্রাহ্মণকেও ব্রাহ্মণপদের দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইত না

অত্রিসংহিতার ৩৬৩ শ্লোকে দশপ্রকার ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে, যথা—"দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ। পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি-চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ"। ইহার অর্থ (১) দেব ব্রাহ্মণ (২) মুনিব্রাহ্মণ (৩) দ্বিজব্রাহ্মণ (৪) ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ (৫) বৈশ্য ব্রাহ্মণ (৬) শূদ্র ব্রাহ্মণ (৭) নিষাদক ব্রাহ্মণ (৮) পশু ব্রাহ্মণ (৯) ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ (১০) চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ। এই দশবিধ ব্রাহ্মণের লক্ষণও এই অত্রিসংহিতার এইস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। গুণের উৎকর্ষে ও অপকর্ষে ব্রাহ্মণের যে উৎকর্ষাপকর্ষ হয়, ইহাই অত্রিবচন সমূহ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কিন্তু গুণরহিত হইল বলিয়া সে ব্রাহ্মণই নহে ইহা নহে। গুণরহিত যদি ব্রাহ্মণই না হইত, জন্মমাত্রদ্বারা যদি ব্রাহ্মণ্য সিদ্ধ না হইত তবে উদ্ধৃত অজগর-সংবাদের শ্লোকে প্রথম ব্রাহ্মণ পদটি নিষ্ফল হইত এবং অত্রির বচনেও বিপ্রাঃ দশবিধাঃ এইরূপ বলা যাইত না। বিপ্রপদের প্রয়োগ করা যাইত না। অতি হীন কর্মকারী ব্রাহ্মণকেও পশু ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ ও চাণ্ডাল ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, 'যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী, যথা চর্মময়ো মৃগঃ। তথা বিপ্রোঽনধীয়ান স্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।' অনধীয়ান বিপ্র বিপ্র হইলেও অতি অপকৃষ্ট।

ইহাই মনুর অভিপ্রায়। এইরূপ মহাভারতের শান্তি পর্বে ৭৬ অধ্যায়ে ব্রহ্মসম ব্রাহ্মণ, দেবসম ব্রাহ্মণ, শূদ্রসম ব্রাহ্মণ, চাণ্ডালসম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রসম ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। এই সমস্ত বচনের অভিপ্রায় এই যে, জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্বাদি সিদ্ধ থাকিলেও উৎকৃষ্ট গুণকর্মাদি দ্বারা তাহার উৎকর্ষ হইবে এবং অপকৃষ্ট গুণকর্মাদি দ্বারা তাহার অপকর্ষ হইবে। লোক ব্যবহারেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণোচিত-গুণরহিত অথচ ব্রাহ্মণ মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন পুরুষ, সর্বত্র অনাদৃত হইয়া থাকে। আমরা মহাভাষ্যকারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি "যে, তপঃ শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণঃ এব সঃ"। পাণিনি-সূত্র ২।২।৬ ও ৫।১।১১৫

মহাভারতের অজগর-যুধিষ্ঠির-সংবাদে প্রদর্শিত অধ্যায়ের শেষ-ভাগে "তস্মাৎ শূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্ বেদে ন জায়তে"—বনপর্ব ১৮০ অঃ ৩৫ শ্লোঃ বলা হইয়াছে। তাহারও অভিপ্রায় এই যে, ব্রাহ্মণ মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন সন্তান, উপনীত হইবার পূর্বে শূদ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণোচিত কর্মে অনধিকৃত থাকে। যুধিষ্ঠিরের এই উক্তির দ্বারাও জন্মদ্বারাই বর্ণব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। এইজন্যই তিনি বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ সন্তান উপনয়নের পূর্বে শূদ্রসম থাকে। ভগবান্ মনুও এইরূপই বলিয়াছেন—"শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্ বেদে ন জায়তে"। ২।১৭২। গুণকর্মদ্বারা বর্ণব্যবস্থা স্বীকার করিলে উপনয়নের পূর্বে ব্রাহ্মণ সন্তান মনুষ্যমাত্র তাকে বলা উচিত ছিল। যাহা হউক, আমরা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ব্যবস্থা জন্মদ্বারাই সিদ্ধ হয়, অন্য কোনও ব্যবস্থা দ্বারা সিদ্ধ হয় না ইহাই শাস্ত্র যুক্তিতে প্রদর্শন করিয়াছি।